আগমনী ১৪১৭

Agomoni - 2010

By: Shruti Mukerji

Durga Puja Schedule 2010

Gregorian Calendar	*Bengali Calendar*	*Timings*
		Durga Sashti - 7:30PM
Shasti October 13, 2010 Wednesday	26 Ashwin 1417	
Saptami October 14, 2010 Thursday	27 Ashwin 1417	Maha Saptami - 9:00AM Sandhya Arati - 7:00PM
Ashtami October 15, 2010 Friday	28 Ashwin 1417	Maha Ashtami - 9:00AM Sandhi Puja - 3:28PM Sandhya Arati - 7:00PM
Navami October 16, 2010 Saturday	29 Ashwin 1417	Maha Navami - 9:00AM Hom Yagna - 1:00PM Sandhya Arati - 7:00PM
		Biojoya Dashami - 9:00AM
Dashami October 17, 2010 Sunday	30 Ashwin 1417	
		Puja - 7:30PM
Lakshmi Puja October 22, 2010 Friday	5 Kartik 1417	

Table of Contents

Message from the President - Sumita Biswas..... Pg.4
Message from the Puja Chair Person - Makhan Bal..... Pg.4
Editorials - Sunu Das and Neilloy Roy..... Pg.5
Puja Committee 2010..... Pg.7
Executive Committee 2010..... Pg.7
Puja Schedule..... Pg.1

Bengali Writings:

Chocolatear Baksho - Sri Pranab B..... Pg.22
Ekthukhani Hasun - Shika Debnath..... Pg.8
Amader Rabindranath - Makhan Bal..... Pg.12
Shalik Shona - Makhan Bal..... Pg.19
Shatyamaba Jayata - Krishna Bal..... Pg.41
Shapmochan - Sunu Das..... Pg.36
Harano Shmiriti - Shruti Mukerji..... Pg.49
Kal - Bibhuti Mandal..... Pg.52
Ki Kari - Bibhuti Mandal..... Pg.53

English Writings:

Only Prayers Won`t Do- Samir Bhattacharya..... Pg.56
Evening Raga - Samir Bhattacharya..... Pg.57
Moving - Ayusha Pandey..... Pg.58

Miscellaneous :

Drawing by Shayak Chakrabarti..... Pg.39

Picture by Austin Roy Chowdury..... Pg.54

Painting by Anish Panday..... Pg.54

Drawing by Ayusha Pandey..... Pg.28

Painting by Prothoma Bhatta..... Pg.11

Drawing by Arnab Mandal..... Pg.61

Painting by Shruti Mukerji..... Pg.18

Drawing by Shruti Mukerji..... Front Cover-Inside

Drawing by Aninda Saha..... Pg.39

Drawing by Abhishek Chakraborty..... Pg.3

Bengali Cross Word..... Pg.48

Photos from Last Year's Events..... Pg.30

Bichitra Member Directory..... Pg.60

Advertisement Index..... Pg.59

Acknowledgments..... Pg.62

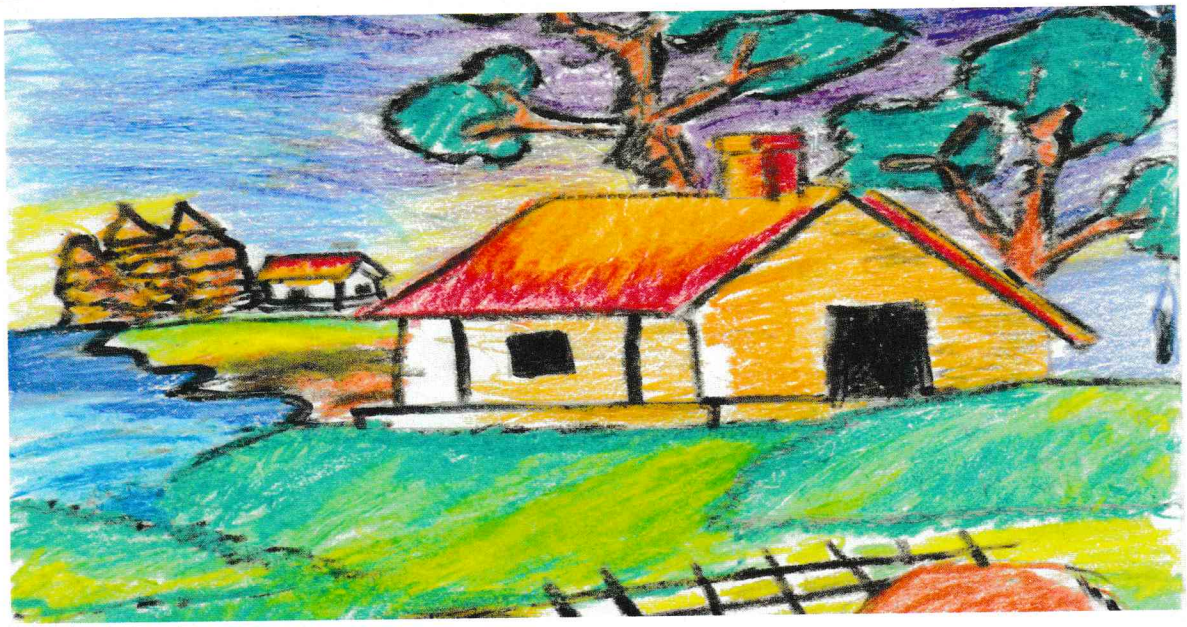

By: Abhishek Charkraborty

Message from the President

On the occasion of the 31st Durga Puja celebration by Bichitra – The Bengali Association of Manitoba, I extend all my heartiest welcome to you, your family and friends to this year's Sharadiyo Durga Puja.

Sharadiyo Durga Puja is an occasion for all to join in the festivities of sharing joy, soaking in our rich traditions and culture. Join us and participate in the celebration.

Every year we wait for this occasion: that we can pray to our Mother – Durga, for her blessing on us so that every member of our family and friends can lead a good life and keep ourselves healthy and rejoice in the autumn sunshine.

I wish all the members of Bichitra a very happy Durga Puja.

Sincerely,
Sumita Biswas
President - Bichitra - The Bengali Association of Manitoba

সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে ।।

সুধী,

এবার একত্রিশতম শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিচিত্রার পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই সাদর নিমন্ত্রণ । সুদুর কৈলাস থেকে মা জননী দোলায় চড়ে আসছেন আমাদের এই উইনিপেগে । বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাস , প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানব জীবণ আজ বিপর্য্যস্ত ।
আসুন আমরা সর্বমঙ্গলা জগৎ জননী দশপ্রহরণ ধারিণী মা দুর্গার কাছে মানব জীবনের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য প্রার্থণা জানাই । আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠান সাফল্য মণিণ্ডিত হোক এই আমার আবেদন ।

বিনীত -
মাখন বল

শরতের নীল আকাশ, ভেসে যাওয়া সাদা মেঘ, হিমেল হাওয়ায় কাশফুলের দোলন, ঢেউখেলানো সোনালী ধানের ক্ষেত, ঝরা শিউলি আর শিশির ভেজা সবুজ ঘাসের ওপর মিস্টি রোদের মাখামাখি মনে করিয়ে দেয় যে পুজো সমাগত। সারা বছর ধরে অপেক্ষায় রত বাঙ্গালীর দুর্গাপুজো, আনন্দ উৎসব ও মেলামেশার সংস্কৃতি। মাতৃবরণের এই প্রাকৃতিক উপাচার উইনিপেগে প্রত্যক্ষ করা যায় না। এখানে শরৎ ঋতু আসে না। 'বিচিত্রা' মাত্র কয়েকদিনের জন্যে আমাদের হুজুগে বাঙ্গালী মনকে পুজোর আনন্দে মাতিয়ে রেখেছে বিগত তিরিশ বছর উইনিপেগের এই শীতে। সেজন্যে 'বিচিত্রা'কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আর একটা কথা। পুজোর সময় দেশে বিভিন্ন শারদীয়া সংখ্যা না পড়ে পুজোর ছুটি কাটে না। সেই সংস্কৃতিরই অঙ্গ হিসেবে প্রতি বছরের মত এবারও আমাদের পুজো সংখ্যা 'আগমনী' প্রকাশিত হোল। আশাকরি পাঠকদের ভালো লাগবে।

সুনু দাস

Editorial

Durga Puja is probably one of the distinct things that characterize a Bengali-Hindu. Every other religion has a festival or holiday that defines it, for us; the members of Bitchitra – The Bengali Association of Manitoba and the Bengali-Hindus in the world alike it is Durga Puju.

Durga Puja is the time of year when we strengthen and reflect upon our communal bonds, this is especially important for us in Winnipeg, where it is cold and has a population of less then a million people and even less Bengali people, it's only natural that we have this affinity to come together and celebrate. This affinity that we share for each other is what Durga Puja represents.

So, I invite you to come participate in Durga Puja, it's that one time of year when you can forget about headache, heartache and in some cases wallet-ache and enjoy life how it's meant to be enjoyed , which is together.

It's been a pleasure to edit this year's Agomoni - 2010.

Sincerely,
Neilloy Roy - Publication Secretary

DIDAR
Grocery Mart

110 Adamar Road, Suite 1, Winnipeg, MB R3T 3M3

Ph: (204) 275-6060

Come and check out for Fresh Products from India

• Fruits • Vegetables • Lentils • Spices and More...

Latest Hindi Movies on DVD's available

Hours of Operation

Monday to Saturday - 9:00 am to 8:00 pm
Sunday - 10:00 am to 5:00 pm

Executive Committee 2010

President	Sumita Biswas
Vice-President	Bhaskar Saha
General Secretary	Arup Chakraborty
Treasurer	Ajay Pandey
Food Secretary	Karabi Roy Chowdhury
Cultural Secretary	Bibhuti Mandal
Publication Secretary	Neilloy Roy
Member-At-Large	Ashim Bagchi
Member-At-Large	Radha M. Das

Puja Committee 2010

Chairperson	Makhan Bal
Priest	Venkata Machiraju
Puja Arrangements	Ayan Mukerji
Bhog	Shurti Mukerji/Soma Chakraborty-Prachi Rajguru/Karabi Roy Chowdhury
Food Committee	Ashim Bagchi/Rushita Adhikari Bagchi/ Radha M. Das/Sumita Biswas/ Arup Chakraborty
Puja Supplies	Bhaskar Saha/Mimi Saha/ Jaydip Chakrabarti
Puja Collections	Ajay Pandey/ Pranab Roy
Decorations	Ayan Mukerji/Shruti Mukerji/Asit Dey/ Prachi Rajguru/Chandranath Podder/ Apurba Deb/ Surjya Bonik

একটুখানি হাসুন

শ্রীমতি সিক্তা দেবনাথ

এক গণিতজ্ঞ তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে প্লেনে করে যাচ্ছেন । কিছুক্ষণ বাদে পাইলট ঘোষণা করল যে একটা ইঞ্জিন কাজ করছেনা , তাই পৌঁছতে এগারো ঘন্টার বদলে চৌদ্দ ঘন্টা লাগবে ।
অল্পক্ষণ বাদে আবার ঘোষণা করলেন , দুটো ইঞ্জিন কাজ করছেনা , তবে ভাবনার কিছু নেই , বাকি দুটো ইঞ্জিন ঠিক আছে । তবে পৌঁছতে চৌদ্দ নয় , কুড়ি ঘন্টা লাগবে ।
আরো কিছুক্ষণ বাদে , আবার ঘোষণা , তৃতীয় ইঞ্জিনটাও বিগড়েছে । প্লেন শুধু একটামাত্র ইঞ্জিনে চলছে । তাই পৌঁছতে প্রায় চল্লিশ ঘন্টা লাগবে ।
এই সব শুনে গণিতজ্ঞ ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে বললেন ,‘ আশাকরি শেষ ইঞ্জিনটা বিগড়াবেনা । তাহলে অন্তকাল আমাদের আকাশেই থাকতে হবে ’।

****

দিল্লিতে কনফারেন্সে যোগ দিতে এসে মিস্টার সেন আর শ্রীমতি রায় অসুবিধায় পড়লেন । হোটেলে মাত্র একখানি ঘর খালি আর তাতে মাত্র দুটো বেড । এদিকে অনেক রাত হয়েছে , অন্য কোনো হোটেলে জায়গা পাওয়া এখন অসম্ভব । দুজনে যথেষ্ট আধুনিক এবং প্রগতিশিল মনোভাবাপন্ন । ভদ্র এবং শিক্ষিত । ওঁরা ঠিক করলেন রাতটা এক ঘরেই কাটাবেন ।
খাওয়া দাওয়া সেরে দুজন নিজের খাটে শুয়ে পড়লেন ।
একটু বাদে শ্রীমতি রায়ের শীত করতে শুরু করল । আলমারিতে একটা কম্বল দেখেছিলেন । কিন্তু , একটা পাৎলা নাইটি পড়ে আছেন শুধু । উঠতে লজ্জা করল । উনি মৃদুস্বরে ডাকলেন ,‘মিস্টার সেন , শুনছেন !’
মিস্টার সেনের ঘুম এসে গিয়েছিল , ভেঙ্গে যাওয়াতে বিরক্ত হয়ে বললেন ,‘ আমাকে কিছু বলছেন ’।
‘ হ্যাঁ , ক্লোজেটে কম্বল আছে , একটু এনে দেবেন প্লীজ ’!
‘ আপনি যখন এত ভদ্রভাবে বলছেন তখন একটা অনুরোধ করতে পারি ’, বললেন মিস্টার সেন ।
‘ নিশ্চয় , বলুন কি বলবেন ।’
‘আসুন না ভদ্রতা ভূলে আজ রাতটা আমরা স্বামী - স্ত্রীর মতই আচরণ করি ।’
শ্রীমতি রায় একটু লজ্জা পেলেন , মুখটা একটু লালও হল । কিন্তু ভাবলেন , শুধু একটাই তো রাত , আর মিস্টার সেন আকর্ষণীয় , ভদ্র , মার্জিত পুরুষ । একা একা খালি বিছানায় ভালোও লাগছেনা । বললেন ,
‘ ঠিক আছে , আমার তাতে আপত্তি নেই ’।
‘ বেশ , বলে মিস্টার সেন খ্যাঁকখেঁকিয়ে উঠলেন , তাহলে যাওনা , উঠে নিজের কম্বল নাওগে , আমাকে জ্বালাচ্ছো কেন ’!

****

তপন বন্ধুকে বলল ,‘ হ্যাঁরে , সেদিন তোকে দেখলাম এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে সিনেমায় ঢুকছিস ’।
বন্ধু বলল ,‘ দূর ভদ্রমহিলা হবে কেন , ও তো আমার বৌ ’।

****

প্রেমিকা :

তুমি সমুদ্র আমি অরণ্য , তুমি অমিত আমি লাবণ্য ,
তুমি ক্লোজ - আপ আমি কোলগেট , তুমি রোমিও আমি জুলিয়েট ,
তুমি মাকাইবাড়ি আমি ওয়াহ্ তাজ ,তুমি শাহ্জাহান আমি মমতাজ ,
তুমি থুজা আমি আর্ণিকা , তুমি ক্লিন্টন আমি মণিকা ,
তুমি চিরুণি আমি আয়না , তুমি ডোডি আমি ডায়না ,
তুমি বুলবুল আমি তোতা , তুমি জ্যোতি আমি মমতা ,
তুমি হজমি আমি টফি , তুমি বরিস আমি স্টেফি ,
তুমি অজিত আমি মোনা , তুমি সৌরভ আমি ডোনা ,
তুমি গুড় আমি চিনি , তুমি হুলো আমি মিনি ।

প্রেমিক :

তুমি ভূগোল আমি ইতিহাস , তুমি পারু আমি দেবদাস ,
তুমি ট্যাঁড়স আমি আলু , তুমি রাবড়ি আমি লালু ,
তুমি উচ্ছে আমি পটোল , তুমি সোনিয়া আমি অটল ,
তুমি চীপ্স আমি পপকর্ণ , তুমি ফুলন আমি বীরপ্পন ,
তুমি জিলিপি আমি চম্চম্ , তুমি সুচিত্রা আমি উত্তম ,
তুমি সি বি আই আমি গ্রেফ্তার , তুমি সঙ্গীতা আমি আজাহার ,
তুমি সান্তুর আমি চেলো , তুমি দেস্দেমোনা আমি ওথেলো ,
তুমি গজা আমি খাজা , তুমি রানি আমি রাজা ,
তুমি বাব্বা আমি মাগো , তুমি হ্যাঁগো আমি ওগো ,
তুমি মাছ আমি মাংস ,তুমি সৃষ্টি আমি ধ্বংস ।

প্রেমিক প্রেমিকা :

তুমি ঢাকনা আমি শিশি , তুমি কখক আমি ওড়িশি ,
তুমি পাঠাও আমি দেখি , তুমি পড় আমি শিখি ,
তুমি শোলে আমি বাজীগর , তুমি মিনার আমি ছবিঘর ,
তুমি বোমা আমি গ্রেনেড , তুমি মহাকরণ আমি ব্রিগেড ,
তুমি বিমল আমি ডি সি এম , তুমি কংগ্রেস আমি সি পি এম ,
তুমি ও কে আমি ফাইন , তুমি অনিয়ম আমি আইন ,
তুমি বাংলা আমি হিন্দি , তুমি টিপ্ আমি বিন্দি ,
তুমি উত্তেজনা আমি কোলাহল , তুমি ক্রিকেট আমি ফুটবল ,
তুমি পান আমি সুপুরি , তুমি স্যালারি আমি উপরি ,
তুমি নৌকা আমি মাঝি , তুমি শয়তান আমি পাজি,
তুমি গরম আমি ঠান্ডা , তুমি চোর আমি ডান্ডা ,
তুমি ইডেন আমি ঘাস , তুমি ফেল আমি পাশ ।

এক ছোট শহরে আদালতে সরকারি উকিল এক বুড়িকে জেরা করছেন । প্রশ্ন শুরু করার আগে উকিল বলল ' দিদিমা , আমি হলাম সরকার পক্ষের উকিল '।
বুড়ি বলল ,' থাক , তোকে আর নিজের পরিচয় দিতে হবেনা । তোকে আমি জন্মাতে দেখেছি । ছোটবেলা থেকেই তো তুই এক নম্বরের বজ্জাত । আমার বাড়ি থেকে আমটা কলাটা চুরি করে খেতিস্ । স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখতিস্ । মদ গাঁজাও চলতো । নেশা ভাঙ করে যেখানে সেখানে পড়ে থাকতিস্ । তোর মা এসে কত কান্নাকাটি করতো । এখন ভারি উকিল হয়ে বলছিস তোকে চিনি কিনা । আলবৎ চিনি । হাড়ে হাড়ে চিনি '।
বুড়ির কথায় আদালতে হাসির হল্লা উঠলো ।
সরকারি উকিল অপ্রস্তুত হয়ে কি বলবে বুঝে উঠতে পারলোনা । শেষমেশ আসামি , অর্থাৎ বুড়ির পক্ষের উকিলকে দেখিয়ে বলল ,' আপনি ওকে চেনেন '।
' কে , ওই শামলা পড়া বিলুকে ? ওকে আর চিনবো না ? ওটাতো ছেলেবেলা থাকে হিংসুটে আর হ্যাংলা । কারোর ভালো দেখতে পারতোনা । তার ওপর চোর আর মিথ্যেবাদী । নিজের বাপের পকেট থেকে চুরি করে কতবার যে মার খেয়েছে তার ঠিকানা নেই । দু একবার থানায় ও গেছে । স্কুলে টুকলি করতে গিয়ে বেশ কয়েকবার ধরা পড়েছে । শুনেছি ওকালতি পরীক্ষাও টুকে পাশ করেছে । ওকে বিলক্ষণ চিনি ।'
আদালতে আবার হাসির ঝড় বয়ে গেল ।
জজসাহেব হাতুড়ি ঠুকে সবাইকে থামিয়ে গম্ভীর গলায় বলল ,' এরপর কেউ যদি সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করে উনি আমাকে চেনেন কিনা , তাহলে আদালতের অবমাননার দায় তাকে জেল এ পাঠাবো ।'

****

পাড়ার দূর্গাপূজার মাতব্বররা আবিষ্কার করলেন যে , পাড়ায় সবচেয়ে বড়লোক রামবাবু কোনোবার পূজোয় চাঁদা দেননি । পরিচিত এক ইনকামট্যাক্সের অফিসার জানিয়েছে যে রামবাবুর বার্ষিক আয় দুকোটিরও বেশি ।
এবার পূজোয় ভালোরকম চাঁদা আদায়ের উদ্দেশে মাতব্বররা একদিন রামবাবুর বাড়িতে হাজির হলেন ।
তাঁরা সোজাসুজি রামবাবুকে বললেন যে ,' দেখুন আমরা জানি আপনি দুকোটিরও বেশি টাকা বছরে আয় করেন , অথচ এযাবৎ একটাকাও চাঁদা দেননি । সেটা মনে রেখে এবার একটা ভালো অঙ্কের টাকা চাঁদা দিন '।
রামবাবু বললেন ,'মনে হচ্ছে আমার আয়ের খবরটা বেশ ভালো ভাবেই জেনে এসেছেন । কিন্তু জানেন কি যে আমার মা আজ দশ বছর ধরে ক্যান্সারে শয্যাশায়ী আর গত পাঁচ বছর ধরে মুম্বাই এ তাঁর কেমোথেরাপী চলছে '।
না , জানেননা , সবাই স্বীকার করলেন ।
' আর জানেন কি যে আমার বোন গত চার বছর লিউকিমিয়া এ ভূগছে , নিয়মিত রক্ত দিতে হয় । এর চিকিৎসার কত খরচ কোনো ধারণা আছে আপনাদের '।
না নেই , সবাই আবার ঘাড় নাড়লেন ।
' আর এটা বোধহয় আপনাদের জানা নেই যে আমার কাকা ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে পঙ্গু হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন আজ প্রায় দুবছর হল । তাঁর ছয় মেয়ে , কারো এখনো পর্যন্ত বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি '।
এসব কিছুই জানতেননা , সবাই বললেন ।
'তাহলেই বুঝুন , এদের এখন পর্যন্ত আমি এক পয়সাও দিইনি , তাহলে আপনাদের কেন দেব ?'

সংগৃহীত

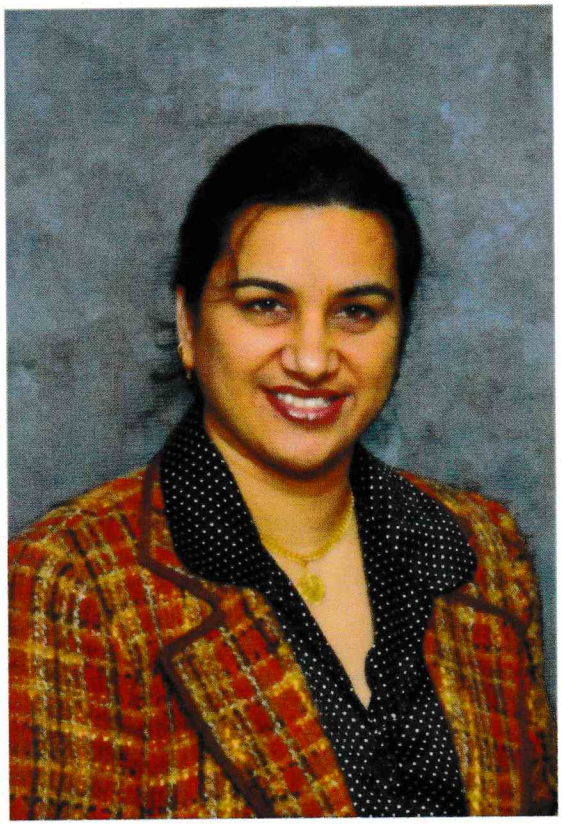

Minnie Mavi

RESULTS YOU CAN COUNT ON!

cell: 1-204-999-6757
phone: (204) 989-9000
fax: (204) 582-4751
toll free: 1-888-292-5386
email 1: hmavi@live.ca
email 2: minniemavi@remax.net

1060 McPhillips St.
Winnipeg, MB R2X 2K9

RE/MAX Associates
Each Office Independently Owned and Operated

By: Prothoma Bhatta

আমাদের রবীন্দ্রনাথ

মাখন বল

উৎসবে, আনন্দে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর বাল্মীকি - রবীন্দ্রনাথ যেন চতমুক বৃক্ষ। সব দিকেই যেন সজাগ প্রহরীর মত তাঁর দৃষ্টি। তাঁর রচিত পদ্য, গদ্য, গান প্রবন্ধ, নাটক, নাচ এর কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক বিষয় তাঁর ব্যাখ্যা এত সহজ ও সরল যা অনেকেরই হয়ত জানা নেই। শান্তিনিকেতন' পর্যায়ের দু'খণ্ড পুস্তক শুধু বেদ, উপনিষদের ব্যাখ্যাতেই পূর্ণ। শুধু দু'খানি পুস্তই নয়, রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখাতেই বেদ উপনিষধের প্রভাব দেখা যায়। আমি এ বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা করব।

পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের কাছে রবীন্দ্রনাথ বারো বৎসর বয়সে লাভ করেন গায়ত্রী মন্ত্র। এই গায়ত্রী মন্ত্রটি পাওয়া যায় ঋগ্বেদ সংহিতা, শুক্লযজুর্বেদ সংহিতা ও সামবেদ সংহিতায় ঃ ' ওঁ ভূর্ ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতু র্বরেণং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ '। এই গায়ত্রী মন্ত্রের রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাটি আমি এর পুর্বে আমাদের 'আগমনী'তে দিয়েছি, তাই এ নিয়ে আর আলোচনা করব না।

প্রার্থণা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ' উপনিষধ ভারতবর্ষের বনস্পতি। হেমন্ত বালা দেবীকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ' আমি উপনিষধকে সর্বধর্মের ভিত্তি বলে মানি। ' আমি জীবনের মহা মন্ত্র পেয়েছি উপনিষধ থেকে। 'ধর্ম'- গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - আমরা জানি বা না জানি, ব্রহ্মের সহিত আমাদের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে সেই সম্বন্ধের মধ্যে নিজের চিত্তকে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলাই ব্রহ্ম প্রাপ্তির সাধনা। ভারতবর্ষে এই উদ্‌বোধনের মন্ত্র আছে তাহাও অত্যন্ত সরল। তাহা গায়ত্রী মন্ত্র।

ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ দীক্ষা পেয়েছিলেন। মন্ত্রটি হচ্ছে ঃ-

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ,
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ, কস্য স্বিৎ ধনম্।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, - এই মন্ত্রটি বার বার নতুন নতুন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে, বার বার নিজেকে বলেছি তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ। আনন্দ করো তাই নিয়ে যাহা তোমার কাছে সহজে এসেছে। কারোর ধনে লোভ করো না। এই অতুলনীয় মন্ত্রে বলা হয়েছে, সারা বিশ্ব ঈশ্বর সত্তায় পূর্ণ। আসক্তি যাকে মাকড়সার মতো জালে জড়ায়, তাকে জীর্ণ করে দেয়। তাতে গ্লানি আসে, ক্লান্তি আনে। আসক্তি তাকে সমগ্র থেকে উৎপাটন করে

দ্বারা মুক্ত, - সেখানেই সত্য প্রকাশ । ত্যাগের দ্বারাই এই ভোগের সাধনা হবে । লোভের দ্বারা নয় ।

কবি যখন আমেরিকাতে গিয়েছিলেন, - এ বিষয় শিক্ষা প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ- ' সাত মাস ধরে আমেরিকার আকাশের বক্ষোবিদারী ঐশ্বর্যপুরীতে বসে এই সাধনার উল্টো পথে চলা দেখে এলেম । সেখানে ' যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ' সেইটাই মস্ত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে , আর ঈশা বাস্যমিদং সর্বম ,সেইটাই ডলারের ঘন ধুলায় আচ্ছন্ন । এই জন্যেই সেখানে ভুঞ্জীথা, - এই মন্ত্রের পালন সত্যকে নিয়ে নয়, ধনকে নিয়ে, ত্যাগকে নিয়ে নয়, লোভকে নিয়ে। আবার রাশিয়ার চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,- সোভিয়েটরা যা বলতে চায়, তার থেকে বুঝতে হবে, মানুষের মধ্যে ঐক্যটাই সত্য, ভাগটাই মায়া । সেই একের থেকে যা আসছে , তাকেই সকলে মিলে ভোগ করো । কারো ধনে লোভ করো না । ধনের ব্যক্তিগত বিভাগ থাকলেই ধনের লোভ আপনি হয় । সেটিকে ঘুচিয়ে দিয়ে এরা বলতে চায় , তেন ত্যাক্তেন ভুঞ্জীথাঃ ।

ঈশোপনিষদের ১৮টি মন্ত্রের অনেক মন্ত্র নিয়েই কবি আলোচনা করেছেন । পঞ্চদশ মন্ত্র, - যাতে সূর্যদেবকে উদ্দেশ্য করে বিশ্বচেতনাকে আহ্বান করা হয়েছে, এটি রবীন্দ্রনাথকে সারা জীবণ প্রভাবিত করেছে ঃ-

হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম,
তৎ ত্বং পুষণ অপাবৃণু সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে ।

জ্যোতির্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত আছে । হে জগৎ পরিপোষক সূর্য, তুমি কৃপা করে ওটি সরাও, যাতে তোমাকে আমি উপলব্ধি করিতে পারি , তোমাকে দেখতে পারি । রবীন্দ্রনাথ অনেকবার এটি ওঁর রচনাতে আংশিক বা সম্পুর্ণ রূপে ব্যবহার করেছেন ।

তার একটি কবিতাতে ঃ -

আজি এ প্রভাত কালে ঋষি বাক্য জাগে মোর মনে ।
করো করো অপাবৃত হে সূর্য, আলোক আবরণ,
তোমার অন্তরতম জ্যোতির মধ্যে দেখি
আপনার আত্মার স্বরূপ ।

আর একটি কবিতায় ঃ-

হে সবিতা তোমার কল্যাণতম রূপ
করো অপাবৃত ,
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি আপন আত্মারে
মৃত্যুর অতীত ।

আবার বলেছেন ঃ-

আত্মার মহিমা যাহা তুচ্ছতায় দিয়েছি জর্জরি
ম্লান অবসাদে তারে দাও দুর করি ,
লুপ্ত হয়ে যাক শুন্য তলে
দ্যুলোকের ভূলোকের সম্মিলিত মন্ত্রণার বলে ।

আবার দেখতে পাই অন্য রূপে ঃ-

আমরা দেবতার পূজা করি , যজ্ঞ করি আমাদের মনের বাসনা পুরণের জন্যে , অনেক কিছু পেতে চাই আমরা, কিন্তু কিছু পেতে হলে কিছু দিতেও হয় । আমরা বাজার করি, প্রয়োজনীয় দ্র ব্য অর্থ মূল্যে দিয়ে সংগ্রহ করি ,বিনামূল্যে নিতে পারি না । এই পৃথিবীটা হল দেওয়া নেওয়ার খেলা । এই হলো ঋগ্বেদের যজ্ঞ রহস্য । আমরা যা কিছু করি তা এক রকম যজ্ঞ । দেবতা মা নুষের কাছে কী যেন চাইছেন । কী চাইছেন তিনি ? তখন রবীন্দ্র নাথ বলে উঠলেন ঃ

আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলাম
গ্রামের পথে পথে,
তুমি তখন চলেছিলে
তোমার স্বর্ণ রথে ।
অপূর্ব এক স্বপ্ন সম
লাগতেছিল চক্ষে মম -
কী বিচিত্র শোভা তোমার
কী বিচিত্র সাজে ।
আমি মনে ভাবতেছিলেম
এ কোন মহারাজ ।...
দেখি সহসা রথ থেমে গেল
আমার কাছে এসে,
আমার মুখ পানে চেয়ে
নামলে তুমি হেসে ।
দেখে মুখের প্রসন্নতা
জুড়িয়ে গেল সকল ব্যথা,
হেনকালে কিসের লাগি
তুমি অকস্মাৎ
'আমায় কিছু দাও গো ' বলে
বাড়িয়ে দিলে হাত
মরি এ কী কথা রাজাধিরাজ -
' আমায় দাওগো কিছু '।
শুনে ক্ষণকালের তরে
রইনূ মাথা-নিচু ।
তোমার কী-বা অভাব আছে
ভিখারি ভিক্ষুকের কাছে ।

এ কেবল কৌতুকের বশে
আমায় প্রবঞ্চনা ।
ঝুলি হতে দিলেম তুলে
একটি ছোট কণা ।
যবে পাত্রখানি ঘরে এনে
উজাড় করি - এ কী ।
ভিক্ষামাঝে একটি ছোটো
সোনার কণা দেখি ।
দিলেম যা রাজ-ভিখারিরে
স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে,
তখন কাঁদি চোখের জলে
দুটি নয়ন ভরে-
তোমায় কেন দিইনি আমার
সকল শুন্য করে । (কৃপণ -- রবীন্দ্র নাথ)

আবার দেখি ঃ-

চিত্রং দেবানাম্ উদ্ অগাদ্ অনীকং
চক্ষুর্ মিত্রস্য বরুণস্য-অগ্নেঃ ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথি বী অন্তরিক্ষং
সূর্য আত্মা জগতস্ তস্থুষশ্ চ {ঋ ১।১১৫।১ }

কি আশ্চর্য সূর্য উঠেছে জ্যোতির পুঞ্জ
মিত্র বরুণ অগ্নি সবার চক্ষু ওই যে
দেখতে দেখতে দ্যুলোক ভূলোক ছাইল,ছাইল অন্তরিক্ষ
দাঁড়িয়ে আছে যা,চলছে- সবার আত্মা সূর্য ।

ঋগ্বেদের ঋষির কাছে শুধু জলন্ত একটি বাষ্পপিণ্ডের একঘেয়ে অবধারিত হাজিরা নয়, এ হল এক জ্যোতির্ময় প্রাণ ময় চিন্ময় আনন্দময় আবির্ভাব যা একই সঙ্গে বিশ্বকে এবং রবীন্দ্র নাথের হৃদয়কে এক অভূতপূর্ব প্লাবনে প্লাবিত করে দিয়েছে, আর তিনি গেয়ে গেয়ে উঠেছেন ঃ-

আজ আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও ।
আপনাকে এই লুকিয়ে-রাখা ধুলার ঢাকা ধুইয়ে দাও ।।
যেজন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে
এই অরুণ-আলোর সোনার কাঠি ছু'ইয়ে দাও ।

এই হলেন আমাদের সকলের রবীন্দ্র নাথ ।

==========

With Best Wishes for DURGA PUJA

DILLON'S

DRIVING SCHOOL

For Friendly and Effective Driving Lessons
Get in touch with

Mal Dillon

Instructor Class 4 & 5

623 David Street

Winnipeg, MB, R2Y 1K6

Email : malldillon623@hotmail.com

Email : maiidillon@yahoo.co.uk

Email : malkit623@yahoo.ca

Phone : 228 - 0066

HAPPY DURGA PUJA

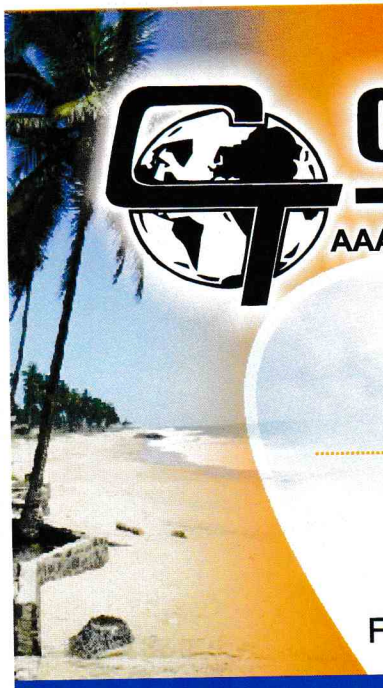

Choice Travel & Tour

AAA

Your One Stop
CHOICE
For all your Travel Needs

Immigration Services Available

Bus: (204) 694-7587

Fax:(204) 694-7862 | Email: choicet@mymts.net

72 Mandalay Drive, Winnipeg, Manitoba, Canada R2P 1V8

Happy Durga Puja

a taste of India

Authentic East Indian Cuisine

9-510 Sargent Ave, Winnipeg, MB R3B 1V8

Take Out / Delivery
Catering for special occasions

Nimmi & Baldev Ramgotra

Ph: (204) 775-1098 | Fax: (204) 772-1104

Another Location:

Samosa Hut

Unit 102 E - 333 St. Mary's Rd.

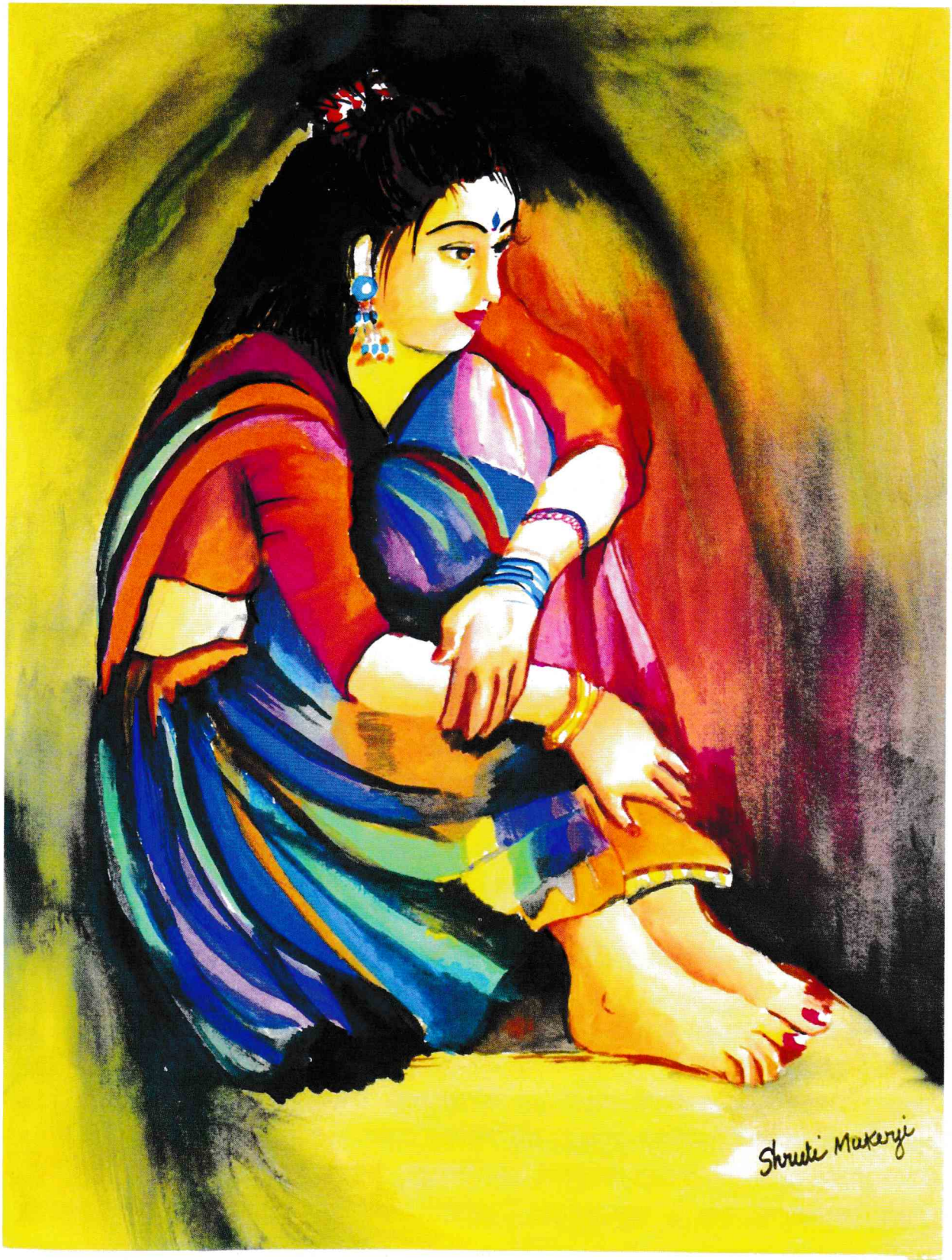

By: Shruti Mukerji

শালিখ সোনা

মাখন বল

আমি জন্মান্তর বাদে বিশ্বাসী। আমারই মত হয়ত আরও অনেকে জন্মান্তর বিশ্বাস করেন। এই সঙ্কলনে যে গল্পটির কথা বলতে যাচ্ছি তাহা আমার রচিত নয় - আমার সংগৃহীত - আ নন্দবাজার পত্রিকা থেকে। আনন্দবাজার ৮ চৈত্র ১৪১৬ সোমবার ২২ মার্চ ২০১০ সংখ্যায় প্রকাশিত। এই গল্পটি পড়লে বুঝতে পারা যায় যে, পূর্ব জন্মের আন্তরিক স্নেহের ভালবাসা না থাকলে এরকম হয় না। এই গল্পটির পরিবেশ উড়িষ্যার রায়গড়ার মুনিসিংহ গ্রামে। গল্পটির লেখক অনমিত্র সেনগুপ্ত - ভুবনেশ্বর। সঙ্গে একটি ছবি ছিল পাখিটি সহ, কিন্তু প্রিন্ট ভালো না ওঠায় দেওয়া সম্ভব হলো না। এবার গল্পটি আরম্ভ করি ঃ -

" সুমিতার সঙ্গেই প্রোমোশন পেয়ে ক্লাস সিক্সে উঠল সোনা। কিন্তু পরীক্ষা না দিয়েই।

তা কেমন করে হয় ?

কেন ? বন্ধুত্বের জোরে।

তিন বছর ধরে সোনা যে সুমিতার ছায়াসঙ্গী। সুমিতার সঙ্গেই ঘুমোয়, তার সঙ্গেই ঘুম থে কে ওঠে, সুমিতার হাতেই খায়, স্কুলেও যায়

সুমিতার সঙ্গে। ফেরেও এক সঙ্গে। তিন বছর ধরে এমনটাই দেখে আসছে রায়গড়ার জঙ্গল ঘেরা মুনিসিংহ গ্রামের লোকজন।

সুমিতা ও সোনার সখ্য এ অঞ্চলে এখন গল্পকথা। ইন্টারনেট, শপিং মল, সাইবার কাফে, ঝাঁ চকচকে প্রত্যন্ত গ্রাম মুনিসিংহ। এ যেন এক

অন্য বসুন্ধরা। যেখানে এখনও মেলে জঙ্গলের নিবিড় গন্ধ, বনের পাখি এসে মিতালি পাতায় মানুষের সঙ্গে। বসুন্ধরার এই অংশে এখনও টাকাকড়ির থেকে বেশি দাম পায় হৃদয়ের সম্পর্ক। আর তারই প্রমান ১১ বছরের ছোট মেয়ে সুমিতা প্রধানের সঙ্গে শালিখ পাখি সোনরএইঅমলিন সখ্য। এই বন্ধুত্বের সুচনা তিন বছর আগে। রায়গড়ার মু নগুড়া ব্লকের মুনিসিংহ গ্রামের আদিবাসী শ্যামলবরণ কন্যা সুমিতা লাজুক হাসির সঙ্গে নজেই জানাল সেই কথা। তার কথায়, " বছর তিনেক আগে গ্রামের পুকুরে স্নান করতে নমেছি, হঠাৎ কোথা থেকে উড়ে এসে কাঁধে বসল একটা শালিখ। কাঁধ থেকে নামতেই চায় না আমার সঙ্গেই বাড়িতে এল। সেইযে এল, আর যায়নি। ওর নাম রাখি সোনা।

বাড়িতে থাকলে সারাদিন আমার কাছে ঘুরঘুর করে । এমনকী আমার সঙ্গেই স্কুলে যায় । পড়ার সময় খাতা ও বইয়ের উপরেও বসে পড়ে

সোনা ক্লাসের মধ্যেই থাকে । আবার আমার সঙ্গেই বাড়ি ফেরে । খায় শুধু আমার হাতে । রাতে আমার বিছানাতেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয় । ও আমার দিনেরাতে অ ষ্টপ্রহরের সাথী । কি ভালই যে বাসে আমাকে । " বাড়ির লোক মেনে নিলেও গোড়ার দিকে স্কুলে শিক্ষকরা বিরক্ত হতেন সুমিতার সঙ্গে সোনাকে দেখে । সুমিতাকে বলতেন, " যাও পাখিটাকে বাইরে রেখে এসো ।"

কিন্তু এমনিতে শান্ত হলেও সোনা তার বন্ধু সুমিতার কাছ ছাড়া হতে নারাজ । তাড়া দিলেও ক্লাস থেকে যেত না । শেষে হাল ছেড়ে দেন শিক্ষকরা । এখন অবশ্য সুমিতার অন্য সহ পাঠীরা তো বটেই, শিক্ষকরাও ভালোবেসে ফেলেছেন সোনাকে । আর তাই তো , চতুর্থ শ্রেণি থেকে পঞ্চম , তার পর ষষ্ঠ শ্রেণির ক্লাসরুমেও সোনার অবাধ প্রবেশাধিকার । সুমিতার ক্লাসের অন্য বন্ধুরা বলে " পরীক্ষা না দিয়েই সোনা প্রমোশন পেয়ে যায় । কী মজা ওর ।"

মুনিসিংহ এখন শুধু অখ্যাত গ্রামের নাম নয় । প্রাণী ও মানবের সখ্যের হৃদয়ভূমি ।

সুমিতার দৃষ্টান্ত দেখে এই গ্রামে ছোটবড় সবাই এখন অনুপ্রাণিত । আর তাই জঙ্গলঘেরা এ গ্রামে পা দিলে বনের সোঁদা গন্ধের সঙ্গে মিলবে ভালবাসারও গন্ধ । বসুন্ধরার সব থেকে বড় সম্পদ ।

আমার মনে হয় কর্মফল ভোগের জন্য ঐ পাখিটি মনুষ্য জন্ম পায়নি । কিন্তু স্নেহ ও ভালোবাসার জনকে খুঁজে পেয়েছে ।

==========

Special thanks to our valued customers for their continued support for the last 24 years.

India spice house

EAST INDIAN & WEST INDIAN

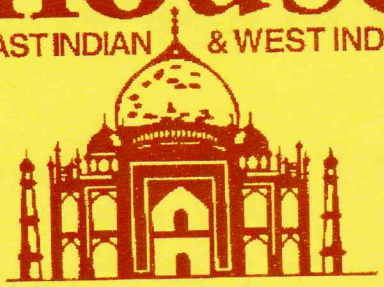

Visit us for

all your needs in
East Indian,
West India Groceries,
Spices,
Herbal Products,
Cooking Utensils

- Fresh Tropical Vegetables Arrive weekly from Toronto, Vancouver & India
- Wide Selection of Audio, Video, DVD's & Music
- Foreign Tape Conversions also available
- For Quality, Variety, Friendly & Pleasant shopping experience

Visit us at any of our 3 Locations

1875 Pembina Hwy. (204) 261-3636
66 Mandalay Drive (204) 261- 4600
823 McLeod Avenue (204) 261-3672

চকোলেটের বাক্স

শ্রীপ্রণব

নফরগঞ্জ হল বড় মহকুমা শহর । কলকাতা থেকে দক্ষিণবঙ্গের যে কোনো দিকে যেতে হলে এই নফরগঞ্জের ওপর দিয়ে যাওয়া ছাড়া গতি নেই । যাওয়ার পথে কিছুক্ষণের জন্য থামতেও হয় কারণ সামনে পেছনে তিন ঘন্টার দূরত্বের মধ্যে তেমন কোনো জনবসতি নেই । দূরপাল্লার বাসযাত্রীই হোক বা মালভর্তি লরির ড্রাইভার । সবাই নফরগঞ্জের বাজারে থেমে বাকি যাত্রাটুকুর জন্য রসদ সংগ্রহ করে নেয় । চা সিগারেট চলে । কচুরি সিঙ্গারা উড়ে যায় । এমনকি ,চুল্লু ,দেশী মদের ঠেক্‌ও আছে । তবে ইদানিং নফরগঞ্জের রমরমা বেড়ে যাওয়ার অন্য একটা কারণও আছে । প্রায় প্রতি ঘরেই এখন কেউ না কেউ বিদেশে চাকরি করে । বেশির ভাগই মধ্যপ্রাচ্যে । ওখানকার তেলের ঢেউ এখানেও এসে পৌঁছিয়েছে । তার জোরেই নফরগঞ্জের আজ এই সমৃদ্ধি ।
সেই নফরগঞ্জের সদরবাজারের একটা রোল চাউমিনের দোকানের পেছনে ছোট্ট একচালায় সাধু কামারের আস্তানা । যারা চেনে ,বলে সাধু ওস্তাদের ঠেক্‌ । সাধু তালাচাবির কারিগর । তালা ,সে যেরকমই হোক না কেন ,সাধু নিমেষের মধ্যে তা খুলে ফেলতে সক্ষম । দরকার হলে সস্তায় গোটা কয়েক চাবিও সে তৈরি করে দেয় । সাধুর উপার্জনের আসল উপায়টা অবশ্য অন্যরকম ।

রোলের দোকানের ভেতরে প্লাইউডের পার্টিশন দিয়ে তৈরি হয়েছে একফালি ফোনের বুথ । তাতে দিনরাত্রি লোকের ভীড় । স্কুল কলেজের ছেলে ছোকরাই বেশি । তবে মাঝেমধ্যে কাজের কথাও যে থাকেনা তা নয় । যেমন ,দুবাই থেকে আমুকের মেয়ে আসছে । সঙ্গে নিয়ে আসছে গা ভর্তি গয়না । সেগুলো দুদিন ঘরে থাকবে । উদ্দেশ্য ,পাড়াপড়শিরা সব দেখবে আর হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরবে । তারপর সেগুলো ব্যাঙ্কের লকারে ঢুকবে । কিংবা , কারো ছেলে বিলেত থেকে লাখকয়েক টাকা পাঠাচ্ছে । পৌঁছচ্ছে শনিবার বারবেলায় । হিসেবমত সোমবার ব্যাঙ্ক খোলা অবধি সে টাকা ঘরেই থাকার কথা । এইসব দরকারি খবর পার্টিশানের একটা ফোকরের মধ্য দিয়ে পত্রপাঠ পৌঁছে যায় পেছনের লাগোয়া ঘরে সাধুর কাছে । এই ধরণের খবরের আশাতেই সাধু কান পেতে থাকে আর সুবিধার জন্যে ফোকোরটা যত্ন করে সে ই তৈরি করে নিয়েছে ।

কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী । রাত প্রায় তিনটে । বাজারের নেড়িকুত্তাগুলো সারারাত ঝগড়া করে সবে ক্ষান্ত দিয়েছে । এমন সময় সাধুর টিনের দরজায় আলতো টোকা পড়ল । অনেকটা ইঁদুর খামচানোর মত শব্দ । এ আওয়াজ সাধুর চেনা । এমনিতে বেশ পাতলা ঘুম তার । তাই এই সামান্য আওয়াজেও ঘুম ভেঙ্গে গেল । বিছানায় উঠে বসলো ও । তারপর চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল । হুড়কো আলগা করে পাল্লাটা সামান্য ফাঁক করে ধরতেই একটা ছায়ামূর্ত্তি সুড়ুৎ করে ঘরে ঢুকে পড়লো । বসলো গিয়ে ঘরের কোণে রাখা তেপায়া টুলের ওপর । বিধু হাজরা । এ তল্লাটের গ্যাঁড়াতলার সেরা কারিগর । তার কাজকারবার সব মাঝরাতের পর । দিনের বেলা অখন্ড অবসর । কেবল খাওদাও আর কাঁসি বাজাও । বিধু নিজের কাজটাকে বড় ভালবাসে । আর বলে ,'হুঁ হুঁ বাবা ,আমার হল কেবল নাইট ডিউটি । এ যে সে লোকের কম্ম নয় '। সাধু বিধুর জুটি এ এলাকার রাতের কারবারিদের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় । যে বাড়িতে একবার ওদের শুভদৃষ্টি পড়েছে , সে বাড়ি ধুয়ে মুছে একেবারে সাফ্‌ । সাত দিনের জন্য ঘর দোর পরিষ্কারের কোনো পাট ই নেই । ঝি চাকরের ছুটি । তবে ইদানিং কাজকারবারে কিছুটা মন্দা যাচ্ছে । তাই বিধুর হাত প্রায় খালি । বাজারে

বিস্তর দেনা । মুদির দোকানেও ধার । ওকে দেখলেই দোকানি এখন মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে আসে । এদিকে পুজো এসে গেলো প্রায় । বউ বায়না ধরেছে ,এবার সনাতন চোরের বৌ এর মত চূড়ি অন্ততঃ দু গাছি তার চাই ই । দুশ্চিন্তায় দিনে ঘুম নেই বিধুর । টুলে বসে সেকথাই এখন আকাশপাতাল ভাবছে ।

ষ্টোভে চায়ের জল চাপাতে চাপাতে সাধু বলে 'একটা খবর আছে '।
বিধুর পরণে কালো হাফপ্যান্ট আর কালো গেঞ্জি । অনেকটা ফুটবল খেলায় রেফারির মত পোষাক । তায় গায়ের রঙও যাকে বলে মিশকালো । তাই অন্ধকারে সহজে ঠাহর হয়না । গায়ে একটা মশা বসার চেষ্টা করছিল । সেটাকে এক চাপড়ে মেরে কিছুটা উদাসীন ভাবে জিজ্ঞাসা করে ,'কত ,লাখখানেক হবে ?'
বিধু হিসেব করে দেখেছে ,দু আড়াই ভরি সোনার চূড়ি চল্লিশ পঞ্চাশ হাজারের টাকার কম হবেনা । এছাড়া আছে সাধুর ভাগের টাকাটা । আধাআধি বখরা । মানে আরো পঞ্চাশ হাজার । সর্বসাকুল্যে দাঁড়ালো গিয়ে একলাখ । বিধুর হিসেবমত এর কম হলে পড়তায় পোষায় না ।
'কম করে পঞ্চাশ লাখ ',সাধুর নির্বিকার স্বরে বলে ।
'বল কি গুরু ' । উত্তেজনায় বিধুর দুচোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে । তাড়াতাড়ি পেন্টেলুনের পকেট থেকে দুটো আধপোড়া বিড়ি বার করে তার একটা সাধুর দিকে এগিয়ে দেয় । তারপর নিজে একটা ধরিয়ে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে বললে ,'একটু ঝেড়ে কাশো তো ,অনেকদিন পোলাও বিরিয়ানি হয়নি । শালার শাক চচ্চরি আর ল্যাটা মাছের ঝোল খেয়ে হাতে মরচে ধরে গেলো । তা ,কোন বাড়ি ?'
'শেয়ালপাড়ার মোড় , দু নম্বর , লাল বাড়ি '।
'ওরে বাবা ', বিধু হাত দুয়েক লাফিয়ে ওঠে । ওটা নিশি দারোগার বাড়ির না '?
'হ্যাঁ , সেই বাড়িই বটে । কিন্তু তাতে কি হল '।
কি যে হল তা অন্য কেউ না হোক বিধু বেশ ভালো করেই জানে । নিশি দারোগা এ এলাকার থানার সর্বেসর্বা । ভয়ানক লোক । তার নিজস্ব কিছু মুষ্টিযোগ আছে যেগুলো সে চোর ডাকাতের উপর প্রয়োগ করে থাকে । আর যে হতভাগ্যের উপর তা প্রয়োগ হয় ,সে বেশ কয়েক মাস ধরে তেড়াব্যাঁকা হয়ে হাঁটে । কারণ ,সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকে না । বিধু মাত্র একবারই তার পাল্লায় পড়েছে । আর নিশি দারোগা যে কি চিজ্ তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে । সেবার আগাপাস্তলা মেরামত করার পর নিশি বিধুকে বলেছে ,'যা ব্যাটা ,আজ শুধু কচি করে হাত বুলিয়ে ছেড়ে দিলাম । পরের বার যদি দেখা হয় তাহলে আরং ধোলাই হবে মনে থাকে যেন '। সেই ঘটনার কথা মনে পড়লে আজও বিধুর কাপড়ে চোপড়ে হওয়ার যোগাড় হয় । তাই আবার নিশির পাল্লায় পড়তে সে মোটেই রাজী নয় ।
'আরে অত ঘাবড়ে যাওয়ার কি আছে ',বিধুর ভাবান্তর দেখে সাধু আশ্বাস দেয় । 'জামাইষষ্ঠী উপলক্ষ্যে নিশি গেছে গরাণহাটায় ,শ্বশুরবাড়িতে । সপ্তাহখানেকের আগে ফিরছে না । নিশির মেয়ে ছাড়া বাড়িতে দ্বিতীয় লোকটি নেই । জামাই দুবাই না সিঙ্গাপুর কোথায় কাজ করে । বউকে রেখে গতকাল ফেরৎ গেছে '। এই তো সুযোগ রে ।
এরকম জাঁদরেল দারোগারও আবার শ্বশুর থাকে ,বিধু ভারী আশ্চর্য্য হল । সে আবার কেমন লোক কে জানে । যাই হোক ,সাধুর খবর কখনো মিথ্যে হয়না । আর তা যদি হয় তাহলে সাধুর কথাই ঠিক ,এই মওকা ছাড়া উচিৎ নয় । এক ঢিল এ দুই পাখী মারবে বিধু । নিশি দারোগার ঘর সাফ্ করবে আর সেইসঙ্গে প্রতিশোধও নেওয়া হবে । পাঁচ বছর আগেকার ধোলাইয়ের জ্বালা অনেকটা মিটবে এতে ।

'কিন্তু কাজটা কি । আর এসব খবর তুমি যোগাড়ই বা করলে কিভাবে ',বিধু জিজ্ঞাসা করে ।
'সে অনেক ব্যাপার ,সংক্ষেপে বলছি । গতকাল ওবাড়িতে ডাক পড়েছিল ,তালা খুলতে হবে '। একটা হাতলভাঙা কাপে কিছুটা চা ঢেলে সেটাকে বিধুর দিকে এগিয়ে দিয়ে সাধু বলে । 'গিয়ে দেখি ,পেল্লায় বড় এক আদ্যিকালের আলমারী । আর তাতে মরচে ধরা তালা । চাবির কোনো পাত্তা নেই '।
'তারপর '?
'তারপর আর কি , একটু হাত লাগাতেই চিচিং ফাঁক । তালা খুলল আর সেই সঙ্গে ওই আলমারিটাও কিছুটা গোছগাছ করে দিয়ে এলাম '।
'আলমারি গোছালে কিরকম ,ঠিক বুঝলামনা ।'
'মানে বাছাই করে কয়েকটা জিনিষ আলমারিতে তুলে রাখলাম । একটু সাহায্য করা ,এই আর কি '।
'বাঃ বেশ করেছ ,ভালো করেছ '! ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বিধু বেশ খুশি খুশি হয়ে ওঠে ।' তা মালপত্র সব কেমন দেখলে '।
'ভালই দেখলাম । ঘরময় দেদার ইলেকট্রিক আর বিস্তর দামি দামি জিনিষ ছড়ানো ছিটোনো '।
'ইলেকট্রিক নয় , ইলেকট্রনিক্স ', তাড়াতাড়ি শুধরে দেয় বিধু । ক্লাস সিক্স পর্য্যন্ত পড়েছে ও ।
'ওই হলো । তা সেসব ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে একটা গয়নার বাক্স বেড়িয়ে পড়লে । সেটা আবার নিজে থেকেই খুলে দেখালে । বলবো কি তোকে ,ভারী ভারী সব লেটেষ্ট ডিজাইনের গয়না । চোখ ঝল্‌সে যায় । দাম লাখ পঞ্চাশেক টাকা তো বটেই '।
'কিন্তু গুরু , এতসব দামি দামি জিনিষপত্র । তার ওপর বলছ গয়নাও আছে । তোমাকে দেখালে ,আবার হাতও লাগাতে দিলে ,কোনোরকম সন্দেহ করলে না । এটা কেমনতর ব্যাপার হলো । শত হলেও তুমি বাইরের লোক ,আন্‌জান্ আদমি'।
'আরে ,এত সহজে কি আর দেয় । বেশ করে বুঝিয়ে বললাম ,দিদিমণি ,এই সব দামি জিনিষপত্র এ ভাবে পড়ে থাকাটা ঠিক নয় । দিনকাল মোটেই ভালো না । এদিকে আবার যাকে বলে চোরচট্টার বড় উপদ্রব । আমি বলি কি ,এতো বড় একটা আলমারি খাঁ খাঁ করছে ,সেটাতে তুলে রাখেন না কেন । তা বললে যে বহুদূর থেকে এসেছে তাই আজ আর শরীরে বইছ না । পরে হবেখন । তারপর আবার চোখ পাকিয়ে সে কি র‍্যালা । বলে যে ,এ যে সে জায়গা নয় ,এ হল নিশি দারোগার বাড়ি ,কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে এখানে খাপ খুলতে আসবে । মনে মনে ভাবলাম দেখা যাক কত বড় দারোগা । এ বাড়ির কড়ি বরগা যদি খুলে নিয়ে না যাই তাহলে আমার নাম সাধু ওস্তাদ না । মুখে অবশ্য বললাম ,সেকথা একশোবার সত্যি ,কিন্তু বলা তো যায়না ,যদি একটা অঘটন ঘটেই যায় তাহলে আপশোসের আর সীমা থাকবেনা । আর আমি তো একরকম ঘরের লোকই । বলেন তো হাত লাগাই । এত বলা সত্ত্বেও প্রথমটায় কিছুতেই রাজী হয়না । তবে কিনা এরা হল গিয়ে নারী , আমাদের মত এতো ঘোরপ্যাঁচ জানেনা '।
'নারী নয় ,এন আর আই ',বিধু আবার শুধরে দেয় ।
'ওই হলো । এ লাইনে নারী পুরুষ অত বাছবিচার করলে চলেনা । শেষমেশ আমার দুশ্চিন্তা যাচ্ছেনা দেখেই বোধহয় মায়া হল । তাই রাজী হয়ে গেল '।
'তা কোথায় কি রাখলে বলে ফ্যালো '। বিধু মেঝেতে পড়ে থাকা একটা ঠোঙা থেকে একটুকরো কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে পকেট থেকে একটা ক্ষয়ে যাওয়া পেন্সিল বাগিয়ে তৈরি ।'দরকারি জিনিষপত্তরের একটা লিষ্টি করে ফেলি '।
'লিষ্টি করার তেমন কিছু নেই । আস্‌লি মাল আলমারির নিচের দেরাজে । বাকি সব বিছানার ওপর ,হাতের

কাছেই আছে । ওগুলো নিলে হয় । আবার না নিলেও ক্ষতি নেই ' ।
'আস্‌লি মাল মানে গয়নার বাক্সটা ,তাইতো '।
'হ্যাঁ ,প্রায় এক হাত লম্বা আর বিঘৎখানেক চওড়া । লাল রং ,গায়ে সুন্দর সোনালী কাজ করা '।
'বেশ । আর চাবি '? সব লিখে নিয়ে কাগজখানা ভাঁজ করে পকেটে গুঁজে দিয়ে হাত বাড়ায় বিধু ।
'হ্যাঁ ,এই যে '। বলে সাধু বালিশের তলা থেকে মাঝারি সাইজে একটা পেতলের চাবি এগিয়ে দেয় ।
বলে ,'এটাকে যত্ন করে রাখিস বিধু ,বড় পয়মন্ত জিনিষ । দেখবি এর জোরেই তোর আমার ভাগ্য ফিরে যাবে '।
কপালে একবার ঠেকিয়ে চাবিটা পকেটে পুরে উঠে দাঁড়ায় বিধু ।
তারপর বলে ,'এই যে এতটা খাটাখাটনি গেল তোমার ,পয়সাকড়ি কিছু ঠেকালে ,না সবটাই ফোক্‌টে । যা হাড়কেপ্পনের বাড়ি '।
'না না ফোক্‌টে নয় ,একটা আস্ত চকোলেটের বাক্স দিয়েছে ',বলে সাধু ।
'অ্যাঁ ,বল কি '? বিধু রীতিমত অবাক । 'মজুরির বদলে শেষ পর্য্যন্ত চকোলেট '।
'না না ব্যাপারটা যা ভাবছিস্ তা নয় '। সাধু বোঝাবার চেষ্টা করে ।' টাকাপয়সা বেশ ভালই দিতে চেয়েছিল । আমিই নিলাম না । বললাম ,এই তো সামান্য কাজ ,এর জন্য মরে গেলেও পয়সা নিতে পারবনা '।
'বললে এ কথা ,এই বাজারে এতগুলো টাকা এক কথায় ছেড়ে দিয়ে এলে '? সমস্ত ব্যাপারটা বিধুর কেমন যেন অবিশ্বাস্য ঠেকে ।
সাধু কিছুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে থাকে । তারপর হতাশ হয়ে মাথা নাড়ে । বলে ,'মাঝেমাঝে আমার কি মনে হয় জানিস । মনে হয় যে তোর জন্য এ লাইন নয় । তুই আলুর চাষে লেগে যা ,খুব নাম হবে । ওরে গাধা ,কিছু পেতে হলে কিছু ছাড়তে হয় ,এই হল দুনিয়ার দস্তুর । হা ঘরের মত পয়সাগুলো হাত পেতে নিলে আমার ওপর ভরসা জন্মাতো ? না ,বিশ্বাস করে আমার হাতে দামি দামি জিনিষগুলো ছেড়ে দিতো '।
'হ্যাঁ ,তা অবশ্য ঠিক '। সাধুর কথায় যে যুক্তি আছে বিধু তা মানতে বাধ্য হয় ।
তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলে ,'ঠিক আছে ,'আজ তাহলে আসি ',বলে দরজার দিকে এগিয়ে যায় ।
কিন্তু বেরোবার মুহূর্তে আবার ঘুরে দাঁড়ায় ।
বলে ,'গুরু ,কোনো কেলো হবেনা তো । যে সে লোক নয় ,এ হল নিশি দারোগার বাড়ি । আমার যেন কেমন কেমন ঠেকছে । ধরো ,খবর যদি ভুল হয় । ধরো ,নিশি যদি বাড়িতেই থাকে ,তাহলে কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছ । হাড়গোড়গুলো সব জমা রেখে আসতে হবে '।
'আরে না না কোনো ভয় নেই '। সাধু হাত তুলে অভয় দেয় । 'তুই অত চিন্তা করছিস কেন । খবর একেবারে পাকা । কোনো ঝামেলা নেই । কাজ শেষ করবি আর সোজা এখানে চলে আসবি । ব্যাস্ । তারপর সব হিসেব নিকেশ হবেখন । আর হ্যাঁ ,ভালো কথা ,ডিউটিতে বেরোনোর আগে কালিবাড়িটা হয়ে যাস '।

দুদিন বাদে । শীতের নিশুতি রাত । চারিদিকে অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে । সারা শরীরে বেশ করে সর্ষের তেল টেল মেখে ,জানালার শিক বাঁকিয়ে ,নিশি দারোগার শোয়ার ঘরে ঢুকে পড়লো বিধু । আসার আগে মা নেংটিশ্বরীর মন্দিরে ন সিকের পুজো চড়িয়ে এসেছে । পথে একটা শেয়াল ডান দিকে পড়েছে । লক্ষণ সব শুভ । আজকের পরে নিশি সমস্ত জীবন ওর কথা ,মানে ওর কাজের কথা মনে রাখবে । আনন্দে ওর মনটা

নেচে নেচে উঠছে ।
এ্যাকশন শুরু করার আগে ঘরে দাঁড়িয়ে অভিজ্ঞ সেনাপতির মত চারিদিকের পরিস্থিতির ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল বিধু । ঘরে ঘন অন্ধকার থাকা সত্ত্বেও সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল ও ।
সামনে দক্ষিণের জানালা । আধবন্ধ । ফাঁক দিয়ে একচিলতে কালো আকাশে কয়েকটা তারা মিটমিট করে জ্বলছে । বাঁ পাশে দরজা ,আপাততঃ ভেজানো । ডান পাশে বিশাল খাট ,তার ওপর স্তুপীকৃত জিনিষপত্র , ঠিক যেমনটি সাধু বলেছিল । খাটের আরেকধারে লেপের তলা থেকে বাঘের গর্জনের মত নাক ডাকার আওয়াজ ভেসে আসছে । নিশির মেয়ে ঘুমে অচেতন । বিধুর পেছনে দৈত্যের মত এক আলমারি, ,সিন্ধুক বললেই ঠিক হয় । সবকিছু দেখেশুনে বিধু বেজায় খুশি । জলের মত সোজা কাজ । বেশি সময় লাগার কথাও নয় । চট্‌পট্‌ কাজে লেগে গেল বিধু ।

সাধুর দেওয়া চাবি আলমারিতে ঢুকিয়ে হাতলে চাড় দিতেই নিঃশব্দে পাল্লাদুটো খুলে গেল । এবার শুধু নীচের দেরাজে হাত ঢুকিয়ে মাল টেনে বের করে নেওয়া । তারপর দরজা দিয়ে সোজা পগাড় পার । এখানে আসার আগে মাণিক স্যাকরার ওখান হয়ে এসেছে । বৌ যেরকমটি চেয়েছিল ঠিক সেরকম দুগাছি চূড়ির পছন্দ করে রেখে এসেছে । এবার ফিরে গিয়ে নেওয়ার অপেক্ষা । বেশ খুশিমনে দেরাজে হাত ঢোকালো বিধু । কতগুলো জামাকাপড় ঠেকলো হাতে । তারপর জামাকাপড়ের পেছনে হাতড়ালো বিধু । সাধুর কথা অনুযায়ী বাক্স ওখানেই থাকার কথা । কিন্তু নেই । তবে গেল কোথায় । ভারী আশ্চর্য্যের ব্যাপার তো ! সারা দেরাজ হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে লাগলো ও । খোঁজাখুঁজি করতে করতে পাউডারের মত মিহি কি একটা আঙুলে লেগে গেল । হাতটা নাকের কাছে নিয়ে এসে শুঁকলো । এঃ ,কি বদখৎ গন্ধ । আর কি ঝাঁঝ তাতে । তামাকের গুড়ো টুড়ো হবে বোধহয় । অতিকষ্টে হাঁচি চাপলো ও । তারপর একদন্ড দাঁড়িয়ে থেকে চিন্তা করে নিল ।
নিচের দেরাজে যখন নেই ,তখন অন্য দেরাজগুলি খুঁজে দেখতে হবে । মাল নিশ্চয় ওখানেই কোথাও আছে । একদম ওপরে দেরাজে এবার হাত ঢোকালো বিধু । তারপর ক্ষিপ্র হাতে অথচ নিঃশব্দে খুঁজে চললো ।
ঘটি ,বাটি ,বাসনকোসন আর নানা রকম জিনিষপত্র ঠেকতে লাগলো হাতে । তার কোনোটার আকারই বাক্সের মত নয় । বিধু হন্যে হয়ে খুঁজে চলেছে ।
হঠাৎ ,খচ্‌ করে ধারালো কি একটা জিনিষ হাতে বিঁধে গেল । একটা জ্বালাময় অনুভূতি । ছুরি টুরি জাতীয় কিছু হবে হয়তো । হাতে বেমালুম বসে গেছে । বেশ যন্ত্রনা হচ্ছে । কেমন ভেজা ভেজাও ঠেকলো হাতটা । ঠিকই সন্দেহ করেছে ও । রক্তই বটে । একফালি কাপড় ছিঁড়ে কোনোরকমে হাতে একটা পট্টি বেঁধে ফেললো । বিধু এবার বেশ বিরক্ত হচ্ছে ।
এদের কি কোনো কান্ডজ্ঞান নেই । খোলা ছুরি কেউ এভাবে আলমারিতে রাখে ? এদিকে আসল মালের দেখা নেই ,মাঝ থেকে হাতটা গেলো কেটে ।
যাই হোক ,গয়নাগুলো এখন পাওয়া দরকার । কিন্তু গেল কোথায় । মাঝের দেরাজে খুঁজে দেখা যাক । ওখানেই কোথাও রেখেছে হয়তো । ডান হাতে পট্টি বাঁধা । তাই ,বিধু এবার ওর বাঁ হাত কাজে লাগালো । হাতে বেশ কিছু কাগজপত্র ঠেকলো । এর তলায় কিছু আছে কি ? দেখাই যাক না । খুব সাবধানে হাত ঢোকালো । মনে হচ্ছে বাক্স মত কি একটা আছে । উত্তেজনায় বুকটা ঢিব্‌ ঢিব্‌ করতে লাগলো ওর ।

উঃ । অস্ফুট একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এলো ওর গলা থেকে । ছুঁচোলো কি একটা বিঁধে গেছে হাতে । বার করে দেখে একটা বড় সড় সূঁচ । এদিকে ,হাত বার করার সময় কি একটা ঠক্ করে মেঝেতে পড়লো । তুলে দেখে দুপাটি বাঁধানো দাঁত । ওর দুরবস্থা দেখে দাঁতগুলো যেন হি হি করে হাসছে । বিধুর গা জ্বলে গেলো । হয়রানির একশেষ ,কিন্তু করারও কিছু নেই । মাল এ দেরাজেও নেই । অগত্যা ,বাকি গুলোতে কি আছে খুঁজে দেখা যাক ।
বিধু দেখলো বাকি তিনটে দেরাজে দেখার কিছু নেই । একদম শূণ্য ,হা হা করছে ।
বিধুর এবার প্রচন্ড রাগ হচ্ছে । সমস্ত আলমারি তোলপাড় করে ফেললো অথচ যার জন্য আসা সেই জিনিষেরই পাত্তা নেই । এদিকে আলমারি ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র সাজানো । দুটো হাতই জখম হয়ে গেলো । তার ওপর ডান হাত থেকে বিশ্রী গন্ধ ছাড়ছে । সাধুর জন্যই আজ ওর এই দুর্গতি । কাজ শেষ হোক ,মালের এক কানাকড়িও ওকে দেবেনা ।
কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে ,গয়নার বাক্সটা গেল কোথায় । অন্য কোথাও সরিয়ে রাখেনি তো ? ঘরময় ওর সন্ধানী দৃষ্টি ঘুরতে লাগলো । কোথায় থাকতে পারে । ঘরের মধ্যে তেমন কোনো বাক্স প্যাঁটরা বা সে জাতীয় অন্য কিছু চোখে পড়ছেনা যেখানে সেটা থাকতে পারে । ঘুরতে ঘুরতে ওর দৃষ্টি এসে স্থির হল খাটের ওপর ।
হয়েছে ! ওই স্তুপীকৃত জিনিষপত্রের মধ্যেই আছে । একথাটা কেন যে এতক্ষণ মনে হয়নি ওর ।
কিন্তু ওই পাহাড় সরিয়ে আসল জিনিষ বার করা চাট্টিখানি কথা নয় । তাছাড়া ওগুলো সরিয়ে সে রাখবেই বা কোথায় । ঘরে তিল ধারণ জায়গা নেই । পা ফেলা যায়না । কেবল খোলা আলমারিটা সামনে হাঁ করে রয়েছে । বিধুর হঠাৎ মনে হল ,তাইতো ,ওগুলো আলমারিতে সরিয়ে রাখলে কেমন হয় । তাহলে গয়নার বাক্সটা আপনা হতেই বেরিয়ে পড়বে । কিন্তু কাজটা করতে হবে সাজিয়ে গুছিয়ে ,অতি সাবধানে । তা না হলে আলমারি থেকে কোনো জিনিষ গড়িয়ে পড়লেই চিত্তির । আওয়াজে সমস্ত বাড়ি জেগে উঠবে ।

যেই বলা সেই কাজ ,বিধু কাজে লেগে গেলো । খাট থেকে নিঃশব্দে এক একটা জিনিষ তুলে আনছে আর সেগুলো সাবধানে আলমারির দেরাজে গুছিয়ে রাখছে । বিছানার ওপরটা খালি হতে আরম্ভ করেছে । এখন যে কোনো মুহূর্তে আসলি মাল বেরিয়ে পড়তে পারে । এদিকে রাতও প্রায় শেষ হতে চললো । তাড়াতাড়ি হাত চালালো বিধু । উত্তেজনায় ,পরিশ্রমে এই শীতেও ঘেমে উঠেছে ও । ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে ,বুকটা হাপড়ের মত ওঠা নামা করছে । হাত থেকে জিনিষপত্রগুলো কেবলই পিছলে যেতে চাইছে । কোনোক্রমে সেগুলোকে আঁকড়ে ধরে কাজ করে চললো ও ।
শেষপর্য্যন্ত কাজ সম্পূর্ণ হলো । আলমারি সাজানো শেষ । কেবল পাল্লাদুটো বন্ধ করার অপেক্ষা । সামনে বিছানায় জিনিষপত্র ভর্তি জায়গাটা এখন খালি । কিন্তু গয়নার বাহারি বাক্সের চিহ্নমাত্র নেই ।
ঘরের মাঝে বিধু হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে । দিশেহারা হয়ে একবার আলমারির পানে তাকাচ্ছে । খবর অনুযায়ী যেখানে গয়না থাকার কথা ছিল । কিন্তু নেই । পরমুহূর্তে তার দৃষ্টি ফিরে যাচ্ছে খাটের ওপর । সেখানেও নেই । আছে কেবল একটা লেপ আর তার তলায় একটা ঘুমন্ত মানুষ ,যার নাক ডাকা একমুহূর্তের জন্যেও থামেনি ।

বিরক্তির বদলে একটা ভয় এখন চেপে বসছে বিধুর বুকে । এ কেমন হলো ! সাধু ওস্তাদের খবর তো কখনো

মিথ্যে হয়না । তাহলে এমনটা হলো কেন । এ কোনো ফাঁদ নয়তো ? এবার কি হবে ,কি করবে ও । বিধু দিশাহারা । এদিকে ভাবনার জন্য বিশেষ সময়ও আর হাতে নেই । পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে । দু একটা পাখীর ডাকও যেন শোনা যাচ্ছে । কাদের বাড়িতে একটা মূর্গী ডেকে উঠলো । না ,আর দেরী করা উচিৎ হবেনা । এইবেলা সরে পড়াই ভালো । বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো বিধু । এমন সময় লেপটা যেন সামান্য নড়ে উঠলো । আর ভেতর থেকে ভেসে এলো খুক্ খুক্ করে একটা কাশির মত শব্দ । সেটা আবার হাসীও হতে পারে । ঘুম জড়ানো স্বরে কে যেন বলে উঠলো ,'কোণে টেবিলের ওপর দুটো চকোলেটের বাক্স রাখা আছে । যাওয়ার সময় নিতে ভুলিস্ না '।

By: Ayusha Pandey

GOLDMARK
JEWELLERS

35% sale on Diamond Jewellery*

772-4056

Wednesday to Saturday

1355 Pembina Hwy

Mark of Excellence

*on selected items for a limitied time only

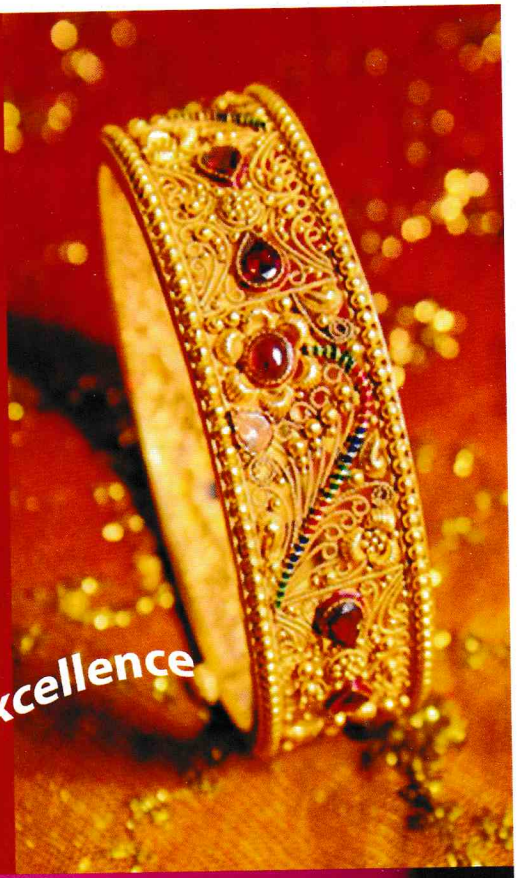

NEW DELHI
Jewellers

772-4055

- Gold
- Diamonds
- Gemstones
- Platinum
- Custom Design
- Jewellery Repair
- Jewellery Redesign
- Laser Engraving

Monday to Saturday

14-2136 McPhillips St.

www.newdelhijewellers.com

Photos from Last Year's Events

Durga Puja 2009

Summer Picnic 2010

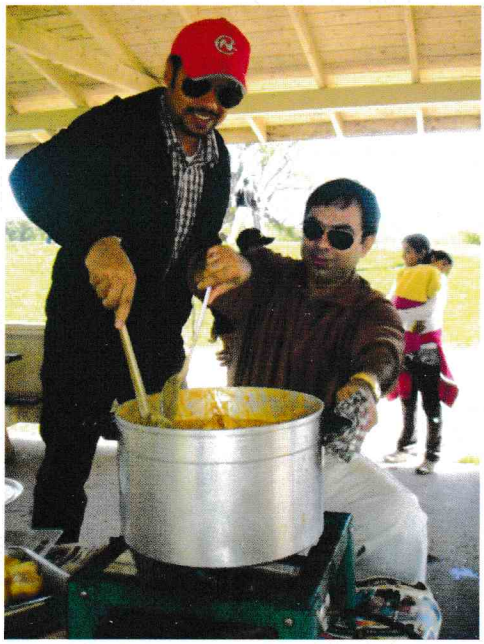

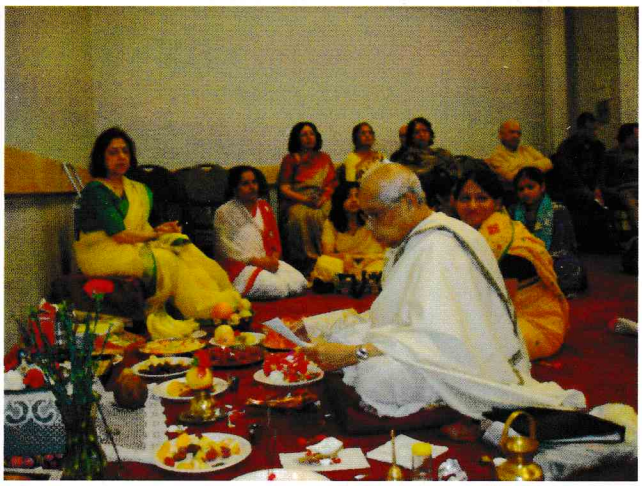

Lakshmi Puja 2009

Rabindra-Nazrul Jayanti 2010

Canada Day Celebration 2010

Camp Koinonia 2010

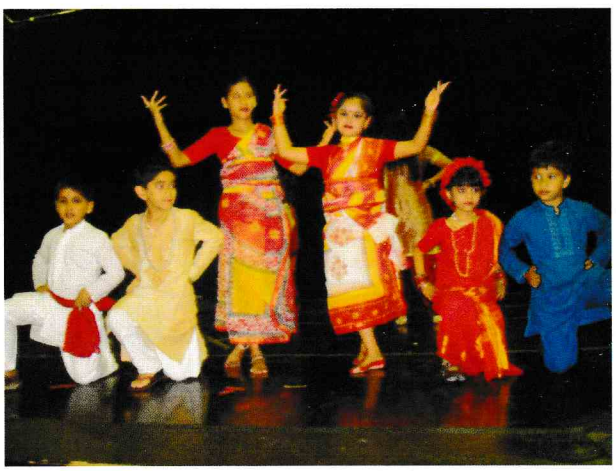

Folklarama 2010

Nababarsha 2010

Charisma of india

Authentic East Indian Cuisine

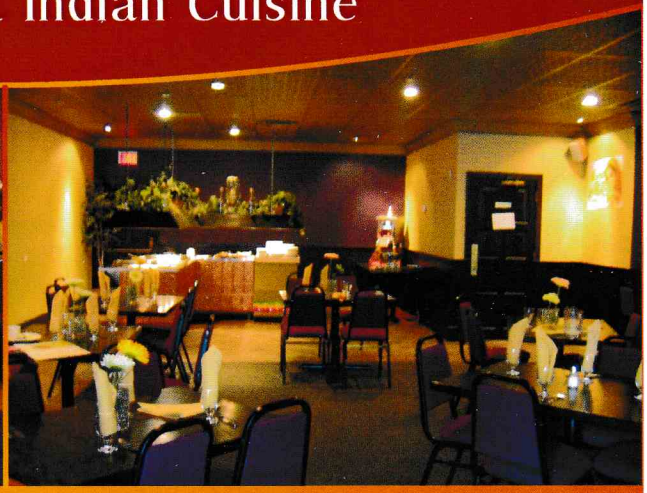

Visit our newly renovated Banquet hall
that easily accommodates 150 people for
Birthday / Anniversary Parties and other events

204 • 222 • 7878

Fax: 204 -222 - 7373

83D Sherbrook at Wolseley Winnipeg, MB. Canada

visit our online menu - www.charismaofindia.com

Lunch Buffet Monday to Saturday | **Dinner Buffet** All Seven Days

SPECIALIZING IN HOME PARTIES

শাপমোচন

সুন দাস
২২

অঙ্গদের রাজবাড়িতে বিরাট হৈ চৈ, কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছে। রাজা অরন্যদেব বানপ্রস্থে যাবেন । বেশ কিছুকাল থেকেই রাজা শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন। শেখর বাকর, গাছ গাছলা, হাকিম বদ্যি কিছুতেই অবস্থার উন্নতি হয় নি। অবশেষে রাজ পুরোহিত পক্কেশ গঙ্গাধর রাজাকে উপদেশ দিলেন, "আর কি হবে? এবার শাস্ত্রীয় নির্দেশ পালন করুন। সংসার ধর্ম ছেড়ে বানপ্রস্থ নিয়ে অধ্যাত্ম জীবনের গভীর রহস্য অনুসন্ধান করুন। সত্যের প্রকাশে জীবনের লয়, আত্মার জয়। আমার মতাদেশে আপনার ঐ পথ অনুসরন করাই উচিৎ কর্ত্তব্য"। গঙ্গাধরকে প্রণাম করে রাজা বললেন, গুরুদেব, আপনার অভীপ্সাই আমার কর্ম। আশীর্বাদ করুন যেন জ্ঞানের আলোয় আমার জীবন আলোকিত হয়। রাজা আদেশ দিলেন সাত দিনের মধ্যেই তিনি রাজ্য ছেড়ে চলে যাবেন, যাএার আয়োজন করতে। স্থির হোল রানীমাতা রাত্রি দেবী আপাততঃ রাজ্য পরিচালনা করবেন। তাঁদের একমাএ কন্যা ষোড়শ বর্ষীয় চিত্রলেখার আর পাঁচবছর পরে রাজ্যাভিষেক হবে। তারপর তিনি রাজ্যের শাসন ভার নেবেন। রাজপ্রাসাদে রাজার একমাএ বিশ্বস্ত অনুচর ও আজ্ঞাবহ প্রবীণ প্রধানমন্ত্রী জয়মাল্য সর্বতোভাবে সাহায্য করার অঙ্গীকার করলেন।

রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলে বেশ একটা থম্ থমে ভাব বিরাজ করছে। সকলেই বিমর্ষ যে রাজা চলে যাবেন। একসময় রাত্রিদেবী নিজের ঘরে রাজাকে ডেকে বললেন, "আমি তোমার সঙ্গে যাব।" রাজা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তা হলে কে দেখবে চিত্রলেখাকে? কে সামলাবে রাজত্ব? রাজা বললেন, রাতরানী (রাজা গোপনে রানীকে রাতরানী বলে ডাকতেন) তুমি অবুঝের মত কথা বলছ। ধীর মাথায় ভেবে দেখ। রানী প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, আমি তোমার সহধর্মিনী। তুমি যেখানে যাবে আমার ধর্ম সেখানে যাওয়া, তোমার সঙ্গে থাকা ও তোমাকে সঙ্গ দেওয়া। এরকম অমোঘ যুক্তির কাছে রাজার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, কোন প্রতিবাদই করতে পারলেন না। ঠিক হোল রাত্রিদেবীও যাবেন রাজার সঙ্গে। এসব কথা জানতে পেরে রাজকন্যা চিত্রলেখা জেদ ধরলেন তিনিও যাবেন বাবা মা'র সঙ্গে। রাজা রানী মেয়েকে নানান ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন ওকে সঙ্গে নেওয়া যেতেই পারে না। ষোল বছরের মেয়ে বনে যাবে জানতে পারলে প্রজারা কি ভাববে? রাজবংশ কলংকিত হবে। মেয়ে বাবা মা'কে বলে,সে ঋষির আশ্রমে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা লাভ করতে চায়। তারপর ফিরে গিয়ে রাজকাজ ও প্রজাপালনে মনোনিয়োগ করবে। রাজা

রাজি হলেন। অবশেষে দিনক্ষন দেখে অরন্যদেব, রাত্রিদেবী ও চিত্রলেখা বানপ্রস্থের পথে যাত্রা করলেন।

এই স্থানটি বেশ মনোরম। নদীর ধারে, গাছ গাছলায় ঘেরা শান্ত পরিবেশ। কাছেই একটি বড় আশ্রম রয়েছে। সেখানে আশ্রমিকদের সনাতন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ভোরের নির্মল হাওয়ায় সেখান থেকে ভেসে আসে সাম গান, সূর্য্যকিরনোজ্জল প্রভাত পূত হয় বৈদিক মন্ত্রে। এই পরিবেশের মধ্যে দিন, মাস ও বছর কেটে গেল অরন্যদেব, রাত্রিদেবী ও চিত্রলেখার। অধ্যাত্ম জীবনের লক্ষ্যে অরন্যদেব কতগুলো সোপান অতিক্রম করেছেন তা তিনিই জানেন। তবে তিনি ইতিমধ্যেই সাত্ত্বিক আহার বিহার, সাত্ত্বিক ভাবনায় মন নিবিষ্ট করেছেন। রাত্রিদেবী প্রমান করেছেন তিনি সত্যিই অরন্যদেবের 'সহধর্মিনী'। আর চিত্রলেখা? সে আর আগের মত চঞ্চলতায় উদ্দম নয়, যৌবনভারে অবনত।চলার সময় পায়ের ঘাতে প্রত্যাঘাতে নিতম্ব হয় আন্দোলিত, তার মনমোহিনী কটাক্ষপাতে আশ্রমিকদের হৃদয় হয় চঞ্চল। ঋষি ভাস্করাচার্যের আশ্রমে সে রাজধর্ম শিক্ষা গ্রহণে ব্যস্ত এবং অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী ঋষিকুমার দেবদত্তর কাছে যুদ্ধ জয়ের কলাকৌশল শিখছে। সবাই জানে যে দেবদত্ত চিত্রলেখার প্রেমে আবদ্ধ। তদের প্রেম কাহিনী অরন্যদেব ও রাত্রিদেবীর অজানা নয়। ভাস্করাচার্য্যের কন্যা হিরন্ময়ী চিত্রলেখার সমবয়সী ও প্রিয় বান্ধবী। আশ্রমের ক্রিয়াকর্মের বাইরে তরা দুজনে একসঙ্গে হেসে খেলে সময় কাটায়। হিরন্ময়ী দেবদত্তর কথা তোলে আর চিত্রলেখা ক্ষেপে যায়। এভাবেই তদের সখ্যতা গভীর হতে থাকে।

এখন বসন্ত সমাগমে প্রকৃতি বিভিন্ন রঙে সজ্জিত। আকাশে বাতাসে দখিন হাওয়া বইছে। এমনি এক শান্ত সুমধুর প্রভাতে নদীর জলে খেলা করছিল চিত্রলেখা ও হিরন্ময়ী। ধারে কাছে কেউ না থাকায় দুজনে প্রাণ ভরে জলে ঝাপাঝাপিতে মত্ত ছিল। কেউই খেয়াল করে নি অনতিদূরে শীর্ণকায় এক তেজঃ দীপ্ত ঋষি সূর্য্যস্তবে রত। হঠাৎ তিনি মন্ত্রপড়া থামিয়ে দেখলেন চিত্রলেখা সাঁতার কাটছে তাঁর খুবই কাছে। তর হাত পায়ের সঞ্চালিত জলের ঝাপটা এসে লাগছে ঋষির চোখে মুখে। ঋষি রেগে আগুন। বললেন, 'তুই আমার সূর্য্যপ্রণামে ব্যাঘাত ঘটিয়েছিস। সেজন্যে তোকে অভিশাপ দিলাম, বিবাহের পর তুই একদিনও সূর্য্যের মুখ দেখবি না। যদি দেখিস তাহলে সূর্য্যকিরনে তোর বৈধব্যদশা ঘটবে।' ভীতসন্ত্রস্ত চিত্রলেখার মুখে কোন কথা বার হোল না, স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল।

এক থা জানাজানি হবার পর সকলে প্রমাদ গুনল। চিত্রলেখার কি হবে, কেমন করে সে শাপমুক্ত হোতে পারে? অরন্যদেব, ভাস্করাচার্য্য, দেবদত্ত কেউই কোন সমাধান খুঁজে পেলেন না। সকলেই একমত অভিশপ্ত মেয়ে ফল ভোগ করতে হবে, বিয়ে করলে চিরকাল অসূর্য্যম্পশ্যা হয়েই থাকতে

হবে। চিএলেখা ও দেবদত্তর বিবাহ বন্ধন কখনই হবে না। স্বপ্ন দিয়ে গড়া যে মধুর ভবিষ্যৎ ওরা গড়ে তুলেছিল তা দুঃস্বপ্নের কালোছায়ায় হারিয়ে গেল। সেই ঋষির সন্ধান কোথাও মিললো না যে চিএলেখা তাঁরপায়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, অভিশাপ ফিরিয়ে নিতে মিনতি করবে।

বিষণ্ণতায় ভারাএলন্ত চিএলেখা এখন নিজেকে ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ রাখে। বাবা, মা, দেবদত্ত বা হিরন্ময়ী কারোরই অনুরোধ উপরোধ ওকে বাইরে আনতে পারে না। একরাতে চিএলেখা স্বপ্নাদেশ পেল, 'সূর্যোদয়ের পূর্বে যদি উষার কাছে প্রার্থনা করিস তাহলে শাপমুক্ত হবি।' ধরমর করে উঠে পড়ে চিএলেখা, এ কি সত্যি? বাইরে দেখে নিঝুম অন্ধকার রাত, শেষ প্রহর। তখনও তারাগুলো মিট মিট করছে। পূবের আকাশে একটা তারা খসে পড়ল।

চিএলেখা কিছুক্ষন ভাবে। তারপর সোজা নদীতে গিয়ে একটা ডুব দিয়ে আসে। শুদ্ধ বসনে কাউকে না জানিয়ে বেড়িয়ে যায় বাড়ী থেকে। নির্জন পথ ধরে হাটতে থাকে। হাটতে হাটতে আসে একটা জায়গায় যেখানে নদীর মুখ পূর্ব দিকে ঘুরে গিয়েছে। সেদিকে মুখ করে দাঁড়ায় চিএলেখা। বিস্ময়ে অবাক হয়ে দেখে রাত তার আঁধারের আঁচলটা যেন ধীরে ধীরে সরিয়ে নিচ্ছে আর এক্মশঃ দূরের আকাশ নীলিমায় ভরে যাচ্ছে।সেই নীলের পেছনে দিগন্তরেখা হঠাৎ রক্তিম হয়ে উঠল।তারপর মনে হোল পূর্বদিগন্ত যেন হাজার হাজার সতী সাধ্বীর সিঁথির সিঁদুরে রাঙা হোয়ে উঠেছে। এই সেই উষা, সূর্যের দূতী। এই অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে চিএলেখা নিজেকে হারিয়ে ফেলে। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত প্রণাম করে লাবন্যময়ী উষাকে, তারপর নতমস্তকে করে সূর্য বন্দনা। তার দুচোখ বয়ে ঝরে পরে অনুতাপ আর অনুনয়ের অশ্রুধারা।

চিএলেখা কতক্ষন যে এভাবে ছিল তা তার মনে নেই। পেছন ফিরে দেখে কে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাঁর ক্ষমাসুন্দর দৃস্টি আর মুখে প্রসন্ন হাসি যেন ডানহাত তুলে ওকে আশীর্বাদ করছেন। এই তো সেই তপস্বী তেজদীপ্ত সন্ন্যাসী যিনি তাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। চিএলেখা সঙ্গেসঙ্গে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে। মুখ তুলে দেখে সেই সন্ন্যাসী আর সেখানে নেই।

চিএলেখা মনে মনে ভাবে সে আজ শাপমুক্ত। আশ্রামিকদের সমবেত কণ্ঠে বেদপাঠ ভেসে আসে।

By: Aninda Saha

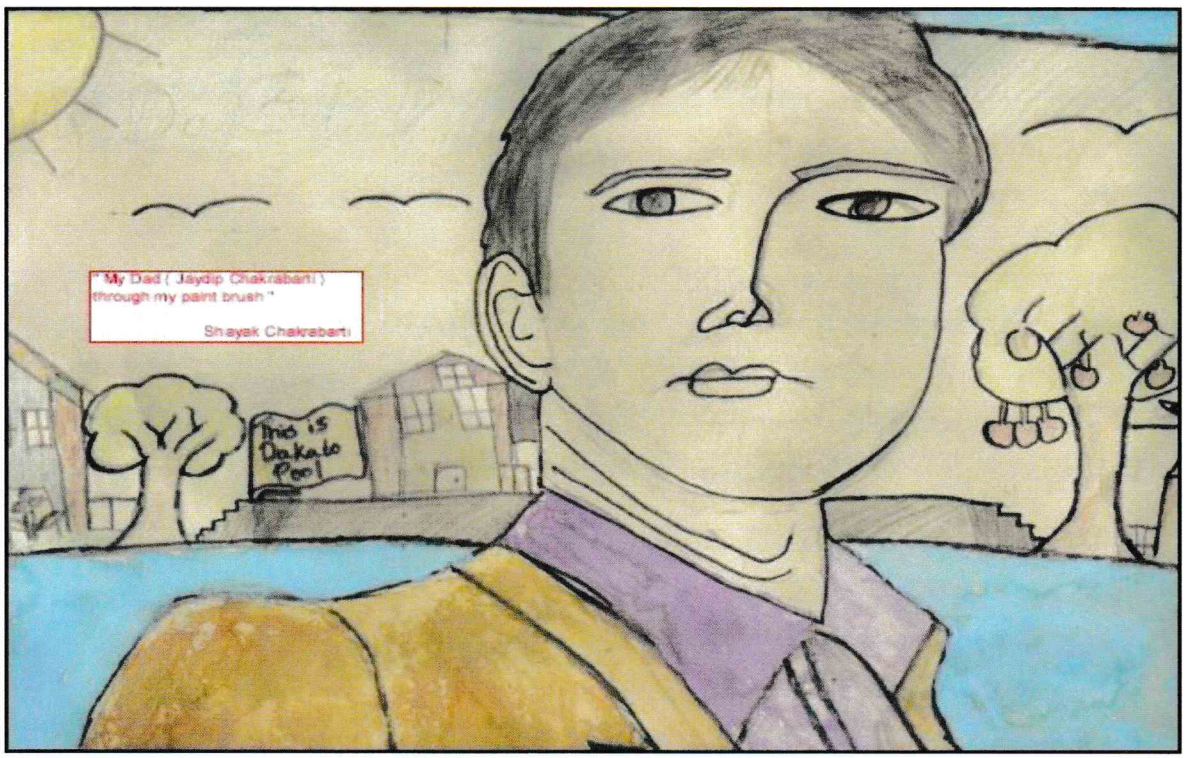

By: Shayak Chakrabarti

water lily

East Indian Restaurant

WISH YOU A VERY HAPPY DURGA PUJA AND SHUBHO BIJOYA

ANTARIKBHABE KAMONA KORI AGAMI DINGULI APNADER JEEBONE BOYE ANUK
ANEK SUKH-SAMRIDHI-JOSH O PRATISHTHA

We have A la carte everyday and buffet from Monday - Saturday

Come visit us at **90-166 Meadowood Drive, St. Vital** or call us at **2552973** for catering.

Happy Durga Puja

MEGHNA GROCERY & VIDEO

We sell Bangladeshi, Pakistani, Indian, Sri Lankan Arabian, Middle Eastern Groceries at unbelievable prices. Including snacks, sweets, wide selection of rice, flour, lentils, imported fishes. All varieties of hand slaughtered Halal meat and poultry.
We also offer video rentals of Bangladeshi, Pakistani and Indian movies and TV Dramas.

with a commitment to quality, customer satisfaction and price

1741 Pembina Hwy.
Winnipeg
(204) 261-4222

Store Hours
Mon to Sat 10:00 am to 8:00 pm
Sunday 11am - 7pm

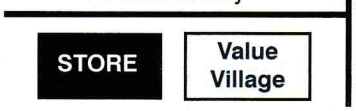

সত্যমেব জয়তে

কৃষ্ণা বল

সত্যমেব জয়তে !

কে ?

পলকে ঘুম ভেঙে গেল সুলতার । ঘুম ভাঙলেও সম্পূর্ণ চেতনা ফিরে আসেনি । শিরায় শিরায় এক অপূর্ব অনুভূতি । তাই চোখ খুলতে সাহস হলনা , যদি হারিয়ে যায় এই মুহূর্ত টুকু । মন্ত্রমুগ্ধের মত উচ্চারণ করল " সত্যমেব জয়তে ", পরক্ষণেই মনে পড়ল দাদুর মুখে উচ্চারিত হত এই বাণী -

" সত্যমেব জয়তে
সত্যের প্রকাশ অনিবার্য্য "

কিন্তু এই পরম সত্যটুকু মস্তবড় মিথ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে সুলতার জীবনে । গতকাল একটা চিঠি পেয়ে সারা রাত ঘুমতে পারেনি । বিগত দিনের কথা চিন্তা করতে করতে শেষ রাতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল । আর তখনই সে দাদুকে স্বপ্ন দেখে জেগে উঠল । একি কোন অদৃশ্য ইঙ্গিত তা সে জানে না । পুবের জানলাটা হাত বাড়িয়ে খুলে দেয় সুলতা । ভোরের আকাশে রক্তিম আভায় সূর্য্যদেব জানিয়ে দেয় তার আগমন বার্তা. পাখীরা জেগে উঠে গান শুনিয়ে জানায় ত াকে অভিনন্দন । কিন্তু অন্য দিনের মত উৎসাহ বোধ করেনা । চোখ বুজে শুয়ে থাকে কত ক্ষণ । বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ । কাজের মেয়েটিকে দরজা খুলে দিয়ে ব্যালকণীতে এসে বসে । তার মন চলে যায় সুদুর অতীতে । অতি শৈশবে সে মাকে হারিয়েছে - মনেও পড়ে না । দাদুর ঘরে ঐ মস্ত ছবিটাকেই সে মা বলে জানে । বড় সিন্দুরের টিপটার দিকে তাকিয়ে মাকে মনে মনে কল্পনা করার চেষ্টা করত । কিন্তু মাতৃত্বের রূপ তার কাছে অধরাই থেকে যেত । অ ন্য দিকে বাবার সাথেও তার খুব একটা যোগাযোগ ছিল না । বাবা প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে মাঝে মাঝে দেখতে আসতেন । দু একদিন থেকে আবার চলে যেতেন । কিন্তু এই স্বল্প সান্নিধ্য ত াকে মোটেই উৎসাহিত করত না । বাবার প্রতি একটা দুরন্ত অভিমান তাকে অনেখানি দুরে সরিয়ে রেখেছিল । আর বাবারও যে মেয়ের প্রতি খুব একটা টান ছিল তা সুলতা কোন দি ন অনুভব করেনি । মনে হত বাবা যেন তাকেই মা'র মৃত্যুর কারণ মনে করতেন । মাঝে মাঝে নিজেকে খুব অপরাধী মনে হত । তার সব চিন্তাই ছিল অন্তর মুখি । বাইরে প্রকাশ পেত না . কিন্তু দিদু ঠিক বুঝতে পারতেন । সুলতাকে বুকে টেনে নিয়ে বলতেন - বাবা কি করে থা কবে - , সোনা তার কাজ আছেনা ?

অন্য দিকে দাদু, দিদু ছিল তার অতি কাছের মানুষ । তাঁদের অকৃতিম স্নেহ ও ভালবাসায় সে বড় হয়ে উঠেছিল । দাদু ছিলেন তার শিক্ষা গুরু । তাঁর সত্যনিষ্ঠা. সততা ও পরোপকারিতা তাকে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করে ছিল । জীবণে প্রতি পদক্ষেপে সে দাদুর আদর্শই মেনে

চলার চেষ্টা করে।

মনে পড়ে তখন মাত্র কৈশোরে পা দিয়েছে সুলতা। রোগা রোগা লম্বা মুখে চোখদুটা ছিল অস্বাভাবিক বড় আর তাতে ছিল অনন্ত জিজ্ঞাসা। পড়াশুনা, গান শেখা আর দাদুর কাছে গল্প শোনা এই ছিল তার দৈনন্দিন কাজ। দাদুর বৈঠকখানা তার কাছে একটা মস্তবড় আকর্ষণ। পাড়ার যত অবসর প্রাপ্ত ব্যক্তিদের সমাবেশ হত সেখানে। গড়গড়ার নল ঘুরত হাতে হাতে। দাদুর খাঁসভৃত্য হরিদয়াল কল্কের পর কল্কে তামাক সাজিয়ে কুল পেতনা বেচারী। গড়গড়ার ভুরুক ভুরুক শব্দ, আর তার সাথে সমান তালে চলত তর্কের ঝড়। সুলতা দাদুর আরামকেদারার পাশে একটা টুলনিয়ে বসে দাদুর চুলে মুঠি কাটত আর ঐ আলোচনা শুনত। কিছু বুঝত, কিছু বঝত না। সবাই চলে গেলে যা বুঝতনা তা নিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে দাদুকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত। তিনি সবসময় তার অদ্ভুত প্রশ্নের সমাধান করতে পারতেন না। তখন চোখ বুজে ভুরুক ভুরুক করে তামাক টানতেন। মুখে লেগে থাকত একটা অ দ্ভুত হাঁসি। সুলতার তখন দাদুকে খুব নিষ্ঠুর মনে হত। চলে আসত রাগ করে। প্রতিজ্ঞা করত আর কোন দিন দাদুকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না। কিন্তু পরক্ষণেই আবার নতুন কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ভুলে যেত সে প্রতিজ্ঞা।

'দরজা লাগিয়ে দাওগো দিদিমনি' - চমক ভাঙ্গে সুলতার। কাজের মেয়ে চলে যাচ্ছে। দরজা বন্ধকরে ঘরের কাজে মন দেয় সুলতা। আজ ছুটির দিন কোন তারা নেই। স্নান ও পুজো সেরে এক কাপ চা নিয়ে ব্যালকনিতে এসে বসে। রেলিং এ দুটো চড়াই বসে তাদের সুখ দুঃখের কথায় এত ব্যস্ত যে সুলতার উপস্থিতি তারা গ্রাহ্যই করল না। সূর্য্য এখন মধ্য গগনে। কর্মব্যস্ত জনসাধারনের কোলাহল, ট্রাম বাসের যান্ত্রিক গোলযোগে স্কুলগামী ছাত্রীদের কলকাকলি, সব ছাড়িয়ে মনটা আবার চলে যায় অতীতে।

কতই না বয়স হবে সুলতার, ক্লাস সেভেন বা এইটে পড়ে। পাশের বাড়ীর সমর কাকুর সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী - নুপুরের সাথে খুব ভাব ছিল। তাকে নতুন কাকী বলে ডাকত। সমর কাকুর মা ছিলেন পাগল। সারাদিন কাকে যে গালাগালি করত তা ভগবানই জানে। তিনটি প্রাণী নিয়ে সংসার। নতুন কাকী শাশুড়ীকে সামলাতে পারত না। সমর কাকুই সব করতেন। মধ্য বয়স্ক এক কাজের মেয়ে ছিল, সেও খুব সাহায্য করত। স্কুলের ছুটির সময়, কত নির্জন দুপুরে, নতুন কাকীর সাথে ছাতের চিলে কোঠায় বসে আচার খেত আর কত গল্প করত। এখন সে কোথায় আছে, কেমন আছে তা সে জানে না, খুব কষ্ট হয়। মনে পড় একদিন রাতে গানের মাষ্টার মশাই চলে যাওয়ার পর সে নিচে এসে দেখে দাদু বৈঠক খানায় - তখনও আলো জ্বলছে। এত রাতে দাদু কখনও ওখানে বসেন না। রাত্রি ৮-টার পর সবাই একে একে চলে যান। তবে আজ কী কারণে দাদু এখনও বসে আছেন। উঁকি মেরে দেখে দাদু তেমনি বসে আছেন, মুখটা গম্ভীর। আর তার পায়ের কাছে বসে সমর কাকু অ শ্রু জড়িত কণ্ঠে কি যেন বলছে। পায়ে পায়ে চলে আসে সে দিদুর কাছে। রাতের খাওয়া সেরে উপরে সে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ে। ওদের কথা ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

সমর কাকু মার্চেন্ট অফিসে এ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন । বেশ কিছু অংশের হিসাব মেলাতে পারছেন না । উর্দ্ধতম কর্মচারীদের বেহিসাবী লেনদেনের জন্যই এটি হয়েছে । তারা তাকে মিথ্যে গোজামিল দিয়ে এটা মিটিয়ে ফেলতে পরামর্শ দিয়েছে । কিন্তু সমর কাকু তার ন্যায়দণ্ডের অনুশাসনে তিনি তা করতে রাজি হন নি । অফিসে এনকোয়ারী চলছে কি হবে বলা যায় না । দাদু তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন - কিছু ভেব না । সত্যমেব জয়তে - সত্য প্রকাশ পাবেই । অপরাধীর শাস্তি হবেই - তোমার কিছু হবে না ।

তার কিছুদিন পরেই চুরির অপরাধে সমর কাকুক গ্রেফতার করা হয় । আর নতুন কাকী সুলতার দিদুর বুকে ঝাপিয়ে পড়ে আর্তস্বরে বলেছিল "মাসিমা কোন অপরাধে আমাদের এ শাস্তি হল "। কারও কাছে ত আমরা কোনও অপরাধ করি নি তবে ভগবান আমাদের কেন আমাদের এত বড় শাস্তি দিলেন ? উত্তরে দিদিমা কিছুই বলতে পারেন নি । আর সুলতার দাদু = যিনি এতাবৎ কাল বেঁচে আছেন সত্যের ধ্বজা উড়িয়ে । তিনিত নিজেই নিজের কাছে হেরে গেছেন । তাই সুলতাও আর দাদুর কাছে কোন প্রশ্ন করতে পারেনি ।

দুই বৎসর কোর্টে কেস্ চলার পর ,সমর কাকু দোষী সাব্যস্ত হয় এবং ছয় বৎসরের জেল হয় । দু -বৎসর কেস্ চলার সময় জেলে থাকাতে বাকী চার বৎসর আরও জেলে থাকতে হবে । নিয়তির পরিহাস । নিরপরাধ সমর কাকু, এই মিথ্যা কলঙ্ক সহ্য করতে পারেননি । দেড় বৎসর পরে আত্মহত্যা করে এই জ্বালা যন্ত্রণার থেকে নিস্কৃতি পান । আর নতুন কাকী পাগল হননি তবে তার বাইরের কোন জ্ঞান ছিল না ।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই সমর কাকুর সৎ ভাইয়েরা জেঠতুতো ভাইরা মিলে বাড়ির যে অংশটিতে তারা থাকত, সেই অংশ টুকুর দাবি করে মামলা জাহির করল । সাক্ষী সাবুদের অভাব হয়নি । চটকদার কইয়ে বলিয়ে মানুষদের আজকাল লোকে যেন বিশ্বাস করে বেশী । খাঁটি নকলের বিচারও একান্তই স্বার্থ নির্ভর ।

সমর কাকু তার বাবার দ্বিতিয় পক্ষ স্ত্রীর সন্তান । সমর কাকুর বাবা মারা যাওয়ার পর সৎ ভাইরা তাদের ঐ অংশটিতে থাকতে দিয়েছিল । তার বাবা কোন উইল করে যান নি । নতুন কাকীর বাপের বাড়ীর সম্পকের ভাই 'সতুদা' প্রথম প্রথম তদ্বির তদারক করছিলেন । মাঝে মাঝে সতুদার সাথে একটু সাজগোজ করে আদালতে যেত । পাড়ার লোকেরা হাসাহাসি করত । মানুষের অমানুষিকতা দেখে অবাক হত সুলতা । দয়া, মায়া , সহানুভূতি এ কি শুধু বইয়ে লেখা থকে ? মানুষের কাছে এর কি কোন মুল্যই নেই ?

নতুন কাকী মাঝে মাঝে দিদুর কাছে এসে কাঁদত । দিদু তাকে সান্তনা দিতেন, বলতেন ঠাকুরকে ডাক মা , তিনি সমাধান করবেন , ধৈর্য্য ধর । কিন্তু নতুন কাকী আর ধৈর্য্য ধরতে পারেনি । সতুদারও শেষ পর্য্যন্ত মামলা চালাবার ক্ষমতা ছিল না । সমর কাকুর যা সঞ্চিত ছিল তাও শেষ হয়ে এল । এদিকে লোক নিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতুদা নতুন কাকীকে তার দাদা বৌদির কাছে নিয়ে গেল ।

তার পর জানে না সুলতা । হয়ত সতুদাকে নিয়ে মিথ্যা অপবাদের হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্যে তাকেও সমর কাকুর পথ অনুসরণ করতে হয়েছে । জগৎ জননী সীতাকেও

তাঁর মিথ্যা কলঙ্কের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বসুমতির আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

পশ্চিম দিগন্তে সূর্য্য অস্ত প্রায়। পাখীরা নীড়ে ফিরছে। বিষন্ন মন নিয়ে ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়ে আবার ব্যালকনিতে বসল। গুব গুব করে একটা রাত পাখী ডাকছে কোথায়। সঙ্গীহী ন, মুখ ফেরাতেও ভয় করে সুলতার।

তারপর কতগুল বছর পার হয়ে গেল। দিদুর আকস্মিক মৃত্যুতে বড় কষ্ট হয়েছিল তার। নতুন করে মাতৃহারা হল সে। তিন দিনের জ্বরে দাদুরও মৃত্যু হল। সেই সময় সুলতার বাবা জলপাইগুড়িতে পোষ্টেড ছিলেন। বাবা নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বড় মামা যেতে দেন ি ন। বলেছিলেন, আর দুই মাস পরে I.A পরীক্ষা। পরীক্ষা দিক, তার পর আপনি নিয়ে যাবেন। এখন সুলতা বড় হয়েছে, বাবাকে বুঝতে শিখেছে। সুলতাকে এখানে রেখে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না বাবার। বাবার মুখের দিকে তাকায়, বাবাকে বড় বিষন্ন দেখায়, মনে হয় অসুস্থ। মনে হয় বাবা যেন কত দিন ঘুমায়নি, খায়নি। বাবার সঙ্গে হ্যাঁ, না ছাড়া খুব একটা কথাবার্তাও হয় না। কিন্তু আজ নিজেকে সামলাতে পারল না। বলল - বাবা তুমি কি অসুস্থ ? বাবা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকালেন। কত বড়টি হয়েছে তার মেয়ে - বাবার কর্তব্য করতে পারেনি। প্রথম জীবনে স্ত্রীকে হারিয়ে মেয়ের প্রতি বিরুপতা যে কখন বাৎসল্যে পরিনত হয়েছে তা তিনি নিজেই জানেন না - হেসে বললেন কৈ নাত, আমি বেশ ভাল আছি। তবে ভেবেছিলাম, তুই বড় হয়েছিস, তোকে নিয়ে এবার জলপাইগুি ড়তে স্থিতি হয়ে বিশ্রাম নেব। সারা জীবন বাইরে বাইরে ঘুরে আমি বড় ক্লান্তরে। তারপর ত ুই বড় হয়েছিস, তোকে বিয়ে থা দিতে হবে না ? বড় মামা বলে উঠলেন, সে তোমায় ভাবতে হবেনা। আমি বেচে থাকতে সুলতার বিয়ের জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। বাবা মাথা নিচু করে বলেছিলেন তাই কি হয় ? জীবনে পিতার কর্তব্য কিছুই করতে পারিনি এইটুকু আমায় করতেই হবে। বাবাকে এত ভাবপ্রবণ হতে ধেখেনি সে। বাবার প্রতি অ ভিমান এতদিন তাকে দুরে সরিয়ে রেখেছিল। নিজের কথাই সে ভেবেছে। নিজের সুখ, দুঃখ নিয়েই সে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু আজ সে বুঝতে শিখেছে। মেয়েকে এখানে রেখে যাওয়া ছাড়া তার কোন উপায় ছিল না। অনু শোচনায় আত্মগ্লানিতে তার দু চোখ জলে ভরে ওঠে।

সে বললে, " না বাবা আমি বিয়ে করব না "। আমি সারা জীবণ তোমার কাছে থেকে তোমার দেখাশুনা করব। নিয়তির পরিহাস, বিয়ে সে আজও করেনি, কিন্তু বাবাকে সেবা যত্ন করার সুযোগ জীবনে আর সে পায়নি। সেদিনের কথা মনে হলে আজও বুকের ভিতর হাহাকার করে ওঠে। আইএ পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। সুলতা মহা আনন্দে সুটকেস ে গাছাচ্ছিল। দুদিন পরে বাবা নিতে আসবেন। হঠাৎ সদর দরজার সামনে একটা ট্যাকসি এসে দাঁড়াল। বাবা কি আজই চলে এলেন ? সুলতা বাইরে বেরিয়ে এল। ট্যাক্সি থে কে এক কম বয়সী ভদ্রলোক বেরিয়ে এল। বলল, আমি তাপস রায়, আমাকে আপনি চিনবেন না। আপনার বাবা অতিশ পাল আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাদের নিয়ে যেতে। আপনাকে পাঠিয়েছেন ? কেন বাবা আসতে পারবেন না ? আর আমাদের ? আপনি আর কার কথা বলছেন ? আপনার বড় মামা - তাপস বলল। কিন্তু বাবা কেন আসতে

পারবেন না ? " আপনি গেলেই বুঝতে পারবেন" - তাপস বলল। ইতি মধ্যে বড় মামা বেড়িয়ে এলেন ।

তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে সুলতা আর তার বড় মামা সেই রাতে জলপাইগুড়ি রওনা হল । সেখানে তার বাবা মৃত্যু শয্যায়। stroke- হবার পর বাবার আর কোন জ্ঞান নেই । বাবার হাতটি ধরে কঁকিয়ে উঠল সুলতা। বাবা তুমিও আমায় ছেড়ে চলে যাচ্ছ ? উ ন্মাদের মত বাবার বুকের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। সুলতা আজ বড় দুর্ভাগা, জন্মাবার পরে মাকে হারিয়ে দাদু , দিদার আশ্রয় বড় হয়েছে । তাদেরকেও হারিয়ে সে বাবার কাছে থেকে সব দুঃখ ভুলে বাঁচতে চেয়েছিল । তা তার ভাগ্যে সইল না ।

সুলতার বাবা জলপাইগুড়িতে বাড়ী করেছিলেন । আর তাপসের সাথে সুলতার বিয়ে দিয়ে জামাইকে বাড়ীটি যৌতুক দেবেন। এই ছিল তার মনের ইচ্ছা। এটা জানত শুধু সুলতার বড় মামা। বাবার মৃত্যুর পর সুলতা জলপাইগুড়িতেই ছিল। তাপস আর তার দিদি মনোরমা, তাকে অনেক ভাবে সাহায্য করেছিলেন। তাদেরই চেষ্টায় সুলতা স্কুলে চাকরীটা পেয়েছে। ঘরে বসে বসে সে মানসিক অসুস্থতায় ভুগছিল । কাজটা তার প্রয়োজন ছিল। বড় মামা হরিদয়ালকে পাঠিয়েছিলেন তার রক্ষণাবেক্ষনের জন্য । বলতে গেলে হরিদয়াল তাকে এতটুকু বয়স থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে।

তাপস একটি চঞ্চল প্রকৃতির ছেলে । যখন তখন দিদিকে নিয়ে চলে আসত। হৈ হৈ করে বাড়ী মাথায় করত। সুলতা ছিল তার বিপরীত। সে ছিল শান্ত ও প্রখর ব্যক্তিত্ব পূর্ণ। যা ভাল লেগেছিল তাপসের , তাই সে চাইত ঘনিষ্ঠ হতে । তবে হরিদয়াল খুব খুসি হত , দাদাবাবু এলে দিদিমনির চোখ দুটি চক্‌চক্‌ করে উঠত , এটা সে বেশ বুঝতে পারত।

সে বার যখন সবাই মিলে শিলিগুড়ি গিয়েছিল, বড় মামাও ছিলেন । বড় মামা ইতি মধ্যে তাপসের দিদির সাথে বিয়ের কথাবর্তা চালিয়েছেন। দিদি বলেছিলেন ওদের যদি মত থাকে তবে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সুলতা নিজেই বাধ সাধল , মামাকে বলেছিল, আমি এখন বিয়ের কথা ভাবতে পারছি না। আমাকে কিছু সময় দাও ।

পিকনিক করে ফিরে এল তাপস ১০৩ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে । ডাক্তার বলল জন্ডিস। সাতদিন যমে মানুষে টানাটানি । Kidney Failure। Kidney Transplant করতে হবে। দিদির পা গলের মত অবথো। সুলতা নিজের একটা কিডনী দিয়ে তাপসকে বাচিয়ে তুলল। তার সেবা যত্নে তাপস ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল।

সেদিন সুলতা হরিদয়ালকে নিয়ে তাপসকে দেখতে এসেছিল। তাপসের বিছানায় বসে জিজ্ঞেস করেছিল, আজ কেমন আছ = তাপস কিছুক্ষণ সুলতার দিকে তাকিয়ে মৌন হয়ে থাকল। তারপর বলল , দিদির কাছে শুনলাম তুমি রাত্রিদিন আমার সেবা যত্ন করে আমায় সারিয়ে তুলেছ। কিন্তু কেন ? তুমিত আমায় চাও না। সুলতা শয্যা থেকে উঠে জানালার কাছে দাড়িয়ে বলল। কে বলেছে আমি চাই না। আর না চাইলেই যে একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে মরতে দিতে হবে এটাই বা কোন যুক্তি। তাপস বিছানায় উঠে বসল - বলল" তবে কে ন আর দেরী করছ সুলতা ? বাধা কোথায় ? "সুলতা জানলা থেকে সরে এসে বলল, জানো ত পাওয়ার থেকে পেয়ে হারানো, অনেক জ্বালা অনেক কষ্ট । আমার জীবনে জ্ঞান হবার আ

গই মাকে হারিয়েছি , তার পর দাদু দিদুকে , তাদের এমন কিছু বয়স হয়ে ছিলনা । তারপর অভিমান করে বাবাকে দুরে সরিয়ে রেখেছিলাম । যখন পেলাম তখন অনেক দেরী হয়েগেছে । তাই ভয় হয় তোমাকে পেয়ে আবার যদি হারিয়ে ফেলি । তাপস হেসে উঠল , এই তে মাদের এক স্বভাব , এই সব অলুক্ষণে কথা ভেবে ভেবে অমঙ্গল ডেকে আনা । সুলতাও হাসল , বলল তাহলে তুমিও মেয়েদের মত এই সব বিশ্বাস কর । অমঙ্গল কি কেউ চায় ? না ডেকে আনে । তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল - ঠিক আছে তুমি যা চাইছ তাই হবে ।

কিন্তু সুলতা জলনত না যে এও তার ভাগ্যে সইবে না । সেদিন বাড়ীতে এসে বড় মামাকে চিঠি লিখল সব জানিয়ে । বড় মামা খুসি হয়ে জানালেন যে — খুব আনন্দের খবর , তবে তে মার মামীমার ইচ্ছা , যে বিয়েটা এখানেই হবে । এখানে তুমি জন্মেছ , বড় হয়েছো — হরিদয়ালও খুব খুসি ।

ইতি মধ্যে তাপস নাসিং হোম থেকে বাড়ীতে এসেছে । সুলতা তাই বড়মামার চিঠিটা নিয়ে ত াপসের বাড়ী গিয়েছিল । বাইরের ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল । সুলতা চিঠিটা খুলে ভেতরের ঘরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই থমকে দাঁড়াল — " মেয়েটা জন্মেই মাকে খেয়েছে, তারপর দাদু , দিদু শেষ পর্য্যন্ত বাবাকে, এখন বাকী আছে --- ", আমি তোকে এই বিয়ে করতে দেব না " । " দিদি আমি ওকে ভালো বাসি" —তাপস বলল ।

মূহুর্তে সুলতার মুখ কাগজের মত সাদা হয়ে উঠল । পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে — দু কানে যেন কেউ গরম সীসা ঢেলে দিল , দু হাতে কান চেপে বেরিয়ে এল । দিগ্বিদিক জ্ঞা ন শুন্য হয়ে হন হন করে রাস্তার পর রাস্তা পার হয়ে বাড়ীতে এসে নিজের ঘরের দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিল । হরিদয়াল অবাক হয়ে গেল । দরজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল - দিদিমনি শুয়ে পড়লে — খাবে না ?

না — খিদে নেই , খাব না , তুমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড় । হরিদয়াল গজ গজ করতে করতে বলল , আমার হয়েছে যত জ্বালা, না খেয়েই শুয়ে পড়ল । শরীর খারাপ হবে না ?

সারা রাত ঘুমোতে পার না সুলতা । লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে, হে ঠাকুর কেন আমায় জন্ম দিয়েছ ? সত্যিইত আমিত মূর্তিমতি অমঙ্গল, মাগো আমায় তুমি নাও । কতক্ষণ এ ভাবে ছিল তা এখন আর সুলতার মনে নেই । গভীর রাতে দরজা খুলে হরিদয়ালকে ডাকল, হরিদা চল । হরিদয়াল অবাক হয়ে বলল, " কোথায় যাবে এত রাতে " ? জানি না যাবেত চল, নয়ত আমি চললাম । হরিদয়ালের কান্নাকাটি, ওজর আপত্তি না শুনে সে দরজার দিকে পা বাড়াল । হরিদয়ালও তার সাথে দরজায় তালা দিয়ে বেড়িয়ে পড়ল ।

তারপর এই দার্জিলিং এ তার এক বন্ধু অনিতার বাড়ীতে । অনিতা কলকাতার বন্ধু । দার্জিলিং এ তার শ্বশুর বাড়ী । জলপাইগুড়িতে থাকতে সুলতা তার সাথে চিঠি লেখালেখি করত । তারই সাহায্যে মেয়েদের স্কুলে একটা চাকরী নিয়ে আজ সাত আটমাস এখানে আছে । হরিদয়াল অনেক কান্নাকাটি করেছে - দিদিমনি বাড়ী চল তারা সবাই খোঁজা খুঁজি করছে ।

সুলতা বলল -তোমার ইচ্ছে হয় তুমি যাও ।

হরিদয়াল -বেশ তাই যাব । তোমার জন্য কেন আমি এখানে পড়ে থাকব । কে তুমি আমার ?

আমার নিজের মেয়েটা পড়ে রয়েছে কলকাতায় । কাল সকালেই চলে যাব । বলে হাউ হাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করল ।

সুলতা জানে হরিদয়াল তাকে ছেড়ে যেতে পারবে না । অনেক বারই এরকম কান্নাকাটি করেছে । কিন্তু না, এবার হরিদা সত্যি সত্যি চলে গেল , এবং যাওয়ার সময় এখানকার ঠিকানা দিদিমনির বন্ধুকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে গেল । তাই গত কাল বড়মামার চিঠি পেয়েছে । চিঠিটা হাতে নিয়ে দু চোখ জলে ভরে উঠল ।

বড়মামা লিখেছেন, মা সুলতা, আশির্বাদ নেবে । তুমি যে কি কারণে আমাদের সকলের কাছ থেকে ধুরে সরে গেছ তা জানি না । এটা মনে রেখ তুমি মা বাবা, দাদু ,দিদু সকললেই হারিয়েছ, কিন্তু আমাদের হারাওনি , আমাদের ভালবাসা সবখানি তোমার জন্য আছে। ফিরে এস, সত্যি ভালোবাসা সে সবার কাছ থেকেই পেয়েছ । কিন্তু বিনিময সে তাদের দুঃখই দিয়েছ । চোখের জলে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে লেখা গুলো । চোখ মুছে আবার পড়তে আরম্ভ করল ।

তাপস এখনও তোমার অপেক্ষায় আছে । আমি তাকে তোমার ঠিকানা দিয়েছি । সে তোমাকে নিয়ে এখানে চলে আসবে । " না না না , — তা হতে পারে না ", আর্ত চীৎকার করে উঠল সুলতা । আমি মূর্তিমান অমঙ্গল , আমি অভিশপ্ত , আমার জন্যই আমার ভালবাসার জন একে একে হারিয়ে গেছে । আমি বিষ কন্যা , শেষ পর্য্য এই ভ্রান্ত ধারণাটাই সুলতার জীবণে চরম এবং পরম সত্য হয়ে থাকল ।

সত্যের পথ কন্টক ময় , তাতে যত কষ্টই হোক তা মেনে নিতে হবে । সমর কাকুও তার জীবনের বিনিময় সত্য মেনে নিয়েছেন । তিনি যদি মিথ্যার আশ্রয় নিতেন তিনিও তার বিবেকের কাছে হেরে যেতেন , পরাজিত হতেন । তাই সুলতাও তার সত্যের পথ মেনে নিল । সত্যের জয় হোক । সত্যমেব জয়তে ।

সারা রাত বসে সে দু'খানা চিঠি লিখল তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে — এক খানা বড় মামাকে আর এক খানা তাপসকে । শেষ রাতে যখন পূর্ব দিগন্ত সবে মাত্র রাঙা হয়ে উঠেছে সুলতা তখন পাহাড়ের কোল ঘেষে ষ্টেষনে যাত্রা করল । একখানা টিকিট কিনে সামনে যে ট্রেন পেল সেই ট্রেনে উঠে বসল । গন্তব্য অনির্দিষ্ট । সুলতার মুখে নিয়নের সবুজ আলো ছায়ায় তাকে আজ কেমন অলিক দেখায়, যেন স্বর্গচ্যুত দুঃখী এক দেবতা ।

==========

শব্দজব্দ

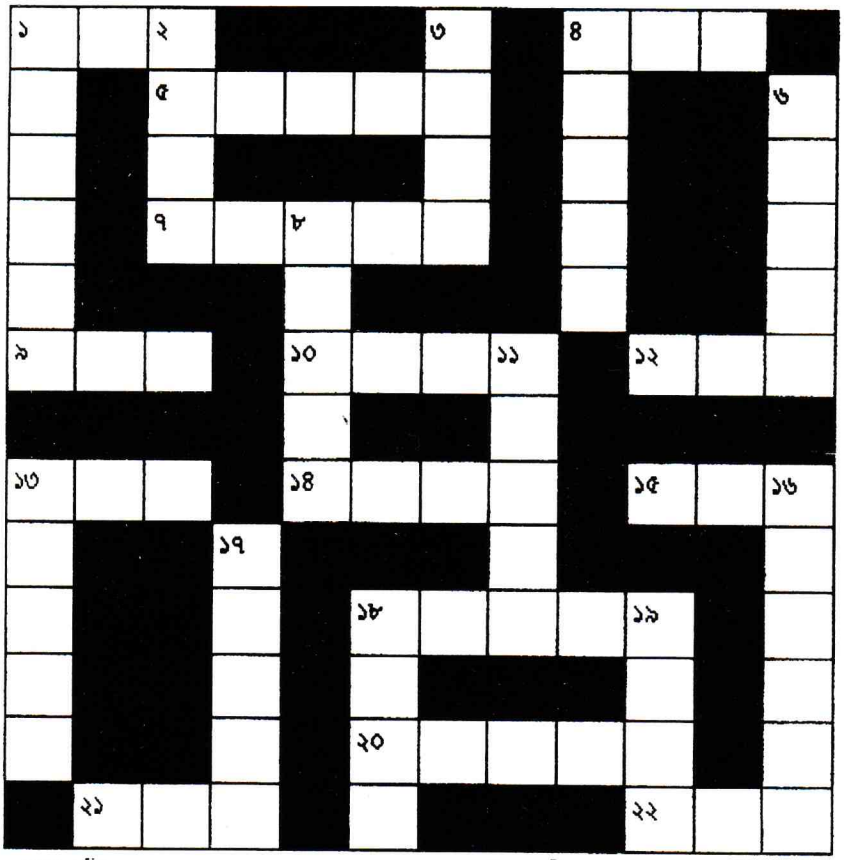

পাশাপাশি:

১. দেবার্চ্চনা
৪. বিশ্রাম
৫. রোদন উন্মুখ
৭. বনের মধ্যে সরু পথ
৯. চিন্তন
১০. পুতুল (সাধুভাষায়)
১২. সূর্যের অপর নাম
১৩. দিনের শেষে
১৪. ইন্দ্রিয়জাত ছয় শত্রু
১৫. জমির পরিমাপ
১৮. যত্ন সহকারে
২০. যে ঘরে বরকন্যা বিবাহ রজনী যাপন করে
২১. সঙ্ঘবদ্ধতা/ ঐক্য
২২. ধীর

উপর-নীচ:

১. অলীক কল্পনা
২. মনীষির মৃত্যু
৩. সুন্দর দেহের অধিকারীনি
৪. আনন্দময় বাসস্থান
৬. সুকুমার রায়ের দাশরথি
৮. রবীন্দ্রকবিতার শিশুনায়ক
১১. আকাশের তারকাপুঞ্জ
১৩. উদার হৃদয়
১৬. সত্যজিত রায়ের ছবি, তুলসী চক্রবর্তী প্রধান চরিত্র
১৭. দেশজননী
১৮. ধনী
১৯. নির্লজ্জ

Answers on Page 59.

হারানো স্মৃতি

শ্রুতি মুখার্জী

শিশির ঝরানো শরৎ এর ভোরে
বেজে উঠল মহালয়ার গান ।
আজ আবার ফিরে যেতে চায়
সেই হারানো স্মৃতিকে পেতে এই প্রাণ ।
ষষ্ঠীর সকালে এখনো ওঠে হয়তো
সেই মন মাতানো পূজো পূজো রোদ ।
এখনো হয়তো ছুটে যায় সবাই মণ্ডপে
হাত পেতে লাইনে দাঁড়ায়
একটু পেতে মায়ের ভোগ ।
মায়ের মণ্ডপে এখনো হয়তো ভোরে
থাকে ধুপ-ধুনোর গন্ধ ।
এখনো হয়তো হাজার লোকেদের ভিড়ের মাঝে
কেটে যায় সেই সপ্তমীর সন্ধে ।
অষ্টমীর সকালে নতুন বস্ত্র পরে
এখনো হয়তো দেওয়া হয় মায়ের অঞ্জলী ।
হয়তো এখনো নবমীতে দেওয়া হয় মায়ের
কাছে চাল-কুমড়োর বলি ।
আসছে বছর আসবে বলে এখনো হয়তো
দশমীতে দেওয়া হয় মাকে বিদায় ,
পূজো শেষের দুঃখ, শান্তি জলে, শুভেচ্ছা ও
সম্মেলনি নিয়ে কেটে যায়
হয়তো সেই বিজয়ার সময় ।।

THE REAL TASTE & AROMA

OF GUARANTEED 100% PURE TRADITIONAL

Basmati Rice

20 years of reputation...

Timeless quality

Available at participating Indian Grocery Stores

Imported & Distributed by **4S Food Importing Corp.** | **Tel / Fax: (204) 275-0867** | **Cell: (204) 294-4830**

Happy Durga Puja

Come see our ladies
Suits and Sari
showroom at:
843 Ellice Avenue

Ph/Fax: 204.774.4150
Email: rajjewellers@hotmail.com

Raj Jewellers

Specializing in
22KT Gold Jewellery

KUMARIL
FINANCIAL SERVICES INC.

Kumaril Bhagria
Financial Advisor

Ph: (204) 293-0757
WWW.KUMARILFINANCIAL.COM

FOR ALL YOUR INSURANCE AND INVESTMENT NEEDS

কল

বিভূতি মন্ডল

কোরছো না কেন তুমি কল?
কলার আই ডি দেখ
কর কলব্যাক কর
পথ চেয়ে এ মন উতল।
আজ মোর ছিল নাকো কাজ
মনে ভেবে রেখেছিনু
নয় দ্বিধা নয় আর লাজ
আজ যবে টেলিফোনে
হবে কথা তব সনে
খুলে দেব প্রানের অগল
কোরছো না কেন তুমি কল!
কোরলে না তুমি কলব্যাক
এমন সন্ধ্যাবেলা
কাটানু যেগো একেলা
অশান্ত অস্থির এক।
লাগছে না ভাল কিছু তাই
তুমি কলব্যাক কর নাই
টিভি কমপিউটার কিবোর্ডে
আজ আর মন মোর নাই।
আমার মনের কোনে কোনে
যে কথা গুঞ্জরণে
কব তা তোমার কানে কানে
উজাড়ি এ হৃদয়ের তল
কোরছো না কেন তুমি কল?

কি করি

বিভূতি মন্ডল

ওগো কি করি এখন বলো কি করি এখন?
তোমাতে হারালো বুঝি আমার এই মন।
প্রভাতে যখন জাগি শুধু মনে হয়
কেন তুমি দূরে থাক কেন কাছে নয়
নয়ন সমুখে তব পাবগো কখন
বল কি করি এখন?
যবে করি কাজ
বারবার মনে হয় থাক সব আজ
মন চায় তোমার কাছেতে চলে যাই
সব ভুলে অনেক সুখের গান গাই।
নাই কথা হলে টেলিফোনে
অশান্ত সন্ধ্যা মোর
বৃথাই প্রহর শুধু গোনে।
না পেয়ে তোমায় ওগো কাছে
কেমনে কাটাই এ জীবন!
বল কি করি এখন?
রহ যবে কাছে
মনে হয় এ ভুবন আমার
অনেক সুখেতে ভরে আছে -
মনে মোর অনেক কোকিল গেয়ে যায়
দোলে ফুল দখিনার বায়।
তুমি না থাকিলে মনে
গানে মোর লাগে নাকো সুর
পরান শূণ্য যেন এ ভুবন বিরহ বিধুর
মোর নিদ সুখনিদ দেখি যবে তোমার স্বপন
বল কি করি এখন?

By: Anish Pandey

Austin Roy Chowdhury

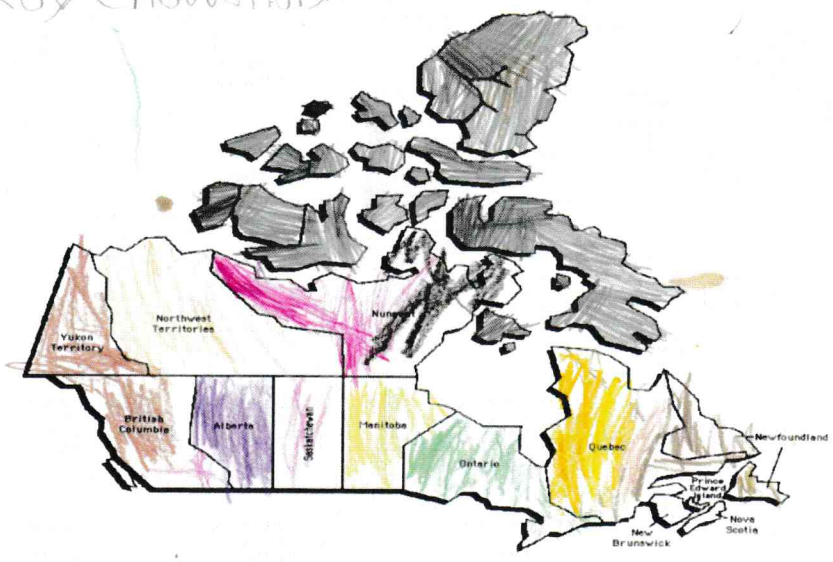

By: Austin Roy Chowdhury

With Best-Complements & Wel-Wishes

From

Debasish & Tanusree Mukherjee

Bergie's Convenience Store

654 Park Avenue, Beausejour

P.O. Box 1151
ROE, OCO

Phone: (204) 268-1475

268-1593

Mail:-debashish.rubypark@yahoo.com

Only Prayers Won't Do

In those days when I used to prey,
Bathed, clean clothed and fasting,
To the omnipotent Mother goddess,
I asked—instead of wealth, fame
And knowledge, repeating after the
Old priest, the melodious incantation
Of the sagacious Sanskrit mantras,
The Aryan language of the Vedas—
For a chance to make myself a better
Man, an idealized human being,
Benevolent, empathetic and wise,
Who respects the dignity of others.

Alas, I preyed in vain because either
There was no Almighty goddess, or
She didn't understand my un-Sanskrit,
Sincere solicitation. Or more likely,
The simple prayers were not enough—
I really didn't act to change myself and
Thus remained the same self satisfied
Brute with empty wishful ideals.

By: Samir Bhattacharya

Evening Raga

A song sprung up in my head
For no reason, or was it?
It said about the quietness that
Descended in the market place
In the evening, after a long day of
Cacophonic incoherence from
Haggling over prices and qualities of goods
And negotiating desperate discounts;
The buyers and sellers have finally gone
Home to rest and regroup for tomorrow.

Now I've picked up my sitar and sitting
On the steps of the flower stalls—
Still imbued with the perfumes of
The departed flowers—play Marwa,
And try to match my tune with the
Lingering rubicundity on the western sky
Which tallies with the colour
Of the eyes of an abandoned lover.

By: Samir Bhattacharya

Moving

Moving is when you pack up all your stuff. You get in the car and you go far away. Then all of a sudden the very next day you have no one to play with, no one to chat with and you feel...left out. But all of a sudden your mom calls you in. She say's the phones for you. You say "hello". Hey! It's your friend! She wants you to come over and have some fun. So you see moving isn't as bad as it seems.

By: Ayusha Pandey

FAX (204) 269-0311

Your ***Best Choice*** for
Middle East
Africa
Indian S.C.
Asia
& Europe

We Offer:
- Airfares on all major airlines around the globe
- Hotel & Car Rental
- Charter - Tour Packages
- Cruises - Rail
- Free Ticket Delivery
- Full service travel agency with experienced staff
- Extensive knowledge in travel industry
- Service to Winnipeg Communities over 10 years

please call ZAHRA at 269-3567 or e-mail: sahara1@skyweb.ca
or *Visit* our New Office at
2995 Pembina Hwy, Winnipeg, MB R3T 2H9

Advertisement Index

Didar Grocery Market..... Pg.6
Minnie Mavi Realtor..... Pg.11
Dillion's Driving School..... Pg.16
Choice Travel and Tour..... Pg.17
A Taste of India..... Pg.17
India Spice House..... Pg.21
Goldmark Jewellers..... Pg.29
New Delhi Jewellers..... Pg.29
Water Lily Indian Restaurant..... Pg.40
Meghna Grocery and Video..... Pg.40
444 Basmati Rice..... Pg.50
Raj Jewellers..... Pg.51
B. Kumaril Financial Services Inc..... Pg.51
Charisma of India..... Pg.35
Bergie's Convince Store..... Pg.55
Sahara Travel and Tours..... Pg.58
East India Company..... Back Cover - Inside
Aman Rai Realtor..... Back Cover

Answers for Crossword Puzzle

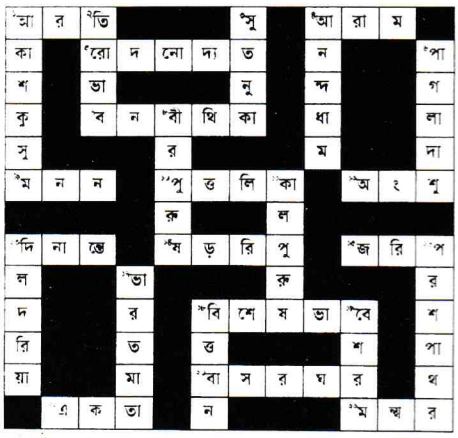

Bichitra Membership Directory

Surname	First Name	Spouse	Children	Address	Postal Code	Phone Number
Adhikari	Prasant			63 Baldry Bay	R3T 3C5	269-1468
Alam	Jesmen		Tanvwer	77 Langley Bay	R3T 6C8	269-5544
Bagchi	Ashim	Rushita		8-315 Marion Street	R2H 0V1	296-5859
Bal	Makhan	Krishna	Shibani, Shibashis, Shomit	145 Edward Ave East	R2C 0V9	222-3993
Banerji	Ashish	Debjani	Kunal, Otto	6 Elk Place	R7B 3B7	571-0859
Banerjee	Ananya			289 Bowman Ave	R2K 1P1	942-3261
Basu	Saibal	Sujata	Sachin, Snehel	56 Raphael Street	R3T 2R4	275-5606
Bhatt	Suresh	Radha		40-99 Keslar Road	R3T-1Z4	295-4239
Bhatta	Shapath	Mousumi	Prothoma	302-250 Colony	R3C 3L8	772-6812
Bhattacharya	Samir			samirbhatta@ yahoo.com		Montreal
Biswas	Shibdas	Sumita	Papiya, Mahua	204-1151 St. Anne's Road	R2N 0A1	257-7952
Bonik	Surjya	Mitali		1344 Lee Blv	R3T 2P9	221-9692
Chand	Jagdish	Kumud	Prakash, Sipra	1844 Chancellor Drive	R3T 4H5	261-1307
Chakraborty	Arup	Soma	Abhishek, Anushka	50 Chaldecott Cove	R3T 5C6	275-3434
Charkrabarti	Joydip	Mou	Stabon, Shayak			417-3970
Das	Ranajay	Souti		1027 - 85 Garry Street	R3C 4J5	
Das	Radha M.	Subha	Ratna	67 McGill Place	R3T 2Y6	269-7249
Deb	Apurba	Lipi	Mrittika, Monika	225-99 Dalhousie Dr	R3T 3M2	417-1798
Dey	Asit	Prachi	Ryma	7 Briarcliff Bay	R3T 3H8	219-8969
Dharchowdhury	Parnali	Debjit		400-1833 Pembina Hwy	R3T 3X8	290-4723
Ghosh	Chitta	Archana	Niel, Rita, Sudeshna	631 Grierson Ave	R3T 2S3	261-3557
Ghosh	Prabal	Swati		1151 Fairfield Ave	R3T 2R3	269-3075
Guha	Gautam	Swapna	Medha	118 Lake Lindero Road	R3T 4P3	269-1158
Guha	Tuhin					
Malakar	Kamal	Baljit K.	Sharmila	1614 Chancellor Drive	R3T 4B9	261-7010
Mallick	Kiron	Laksmi	Tulip, Andrew	18 Driftwood Bay	R2J 3P9	257-3351
Mandal	Bibhuti			10-722 Furby Street	R2B 2W3	783-2292
Mazumdar	Arpita	Pijush		205-53 Southpark Dr		294-6700
Mitra	Prabir	Kalpana	Bobby, Debbie	62 Bethune Way	R2M 5J3	256-0081
Mukerji	Ayan	Shruti		123 St. Michael Rd	R2M 2K7	999-3382
Mukherjee	Shalini			7-1515 Pembina Hwy	R3T 2E4	
Nandi	Munmun					
Pal Chowdhury	Kiriti	Srabani	Teena	3 Celtic Bay	R3T 2W8	261-9527
Pandey	Anita	Ajay	Ayusha, Anish	7 Marvan Cove	R2N 0C7	453-2282
Podder	Chandranath	Rita	Chandrima	244 - 99 Dalhousie Drive	R3T 3M2	772-3342
Ray	Shoma		Rina, Shila	286 Bairdmore	R3T 6A3	256-9147

Roy	Gaurisankar	Ratna	Neilloy, Rajarshi	35 East Lake Drive	R3T 4T5	261-0672
Roy	Jaya		Milli, Joy	61 Wildwood Park	R3T 0C8	474-2923
Roy	Mili	Greg	Maya Sohan	640 Kilkenny	R3T 3E1	269-3673
Roy	Pranab	Manju	Rupa, Ronjan	59 St. Michael Rd.	R2M 2K7	257-6601
Roychowdhury	Karabi	Subir	Austin	302 Mandalay Drive	R2P 1K2	221-6951
Saha	Bhaskar	Mimi	Aninda	14 Kennington Bay	R2N 2L4	284-0834
Sarkar	Ashok	Tuntun	Rahul, Rinku	6-460 Lindenwoods Dr.W.	R3P 0Y1	488-6643
Sarkar	Joykrishna	Debjani	Joshita	316-765 Notre Dame	R3E 0M2	219-5510
Selvanathan	Nandita	Murugan	Ashish, Anurag	289 Bowman Ave	R2K 1P1	942-3261
Shome	Subhrakam	Jaba	Devarshi, Tanajee	10 Celtic Bay	R3T 2W9	261-6348
Sinha	Ranen	Luella	Mala, Jay	582 Queenston Street	R3N 0X3	489-8635
Sinha	Sachidananda	Meera	Sunil, Samir	116 Victoria Cres.	R2M 1X4	253-9921

By: Arnab Mandal

Acknowledgments

Our sincere thanks to:

1. The Hindu Society of Manitoba for providing the temple facilities for Durga Puja.
2. Mr. Venkata Machiraju for performing Puja on each day.
3. All advertisers for their support.
4. All volunteers who kindly came forward to help in different Durga Puja activities.
5. All those who contributed their literally work and artwork to this year's publication.
6. The members of Bichitra for their participation and generous donations.
7. Mr. Makhan Bal, Mr. Bhaskar Saha and Mr. Jaydeep Chakrabarty for photographs published in this Magazine.

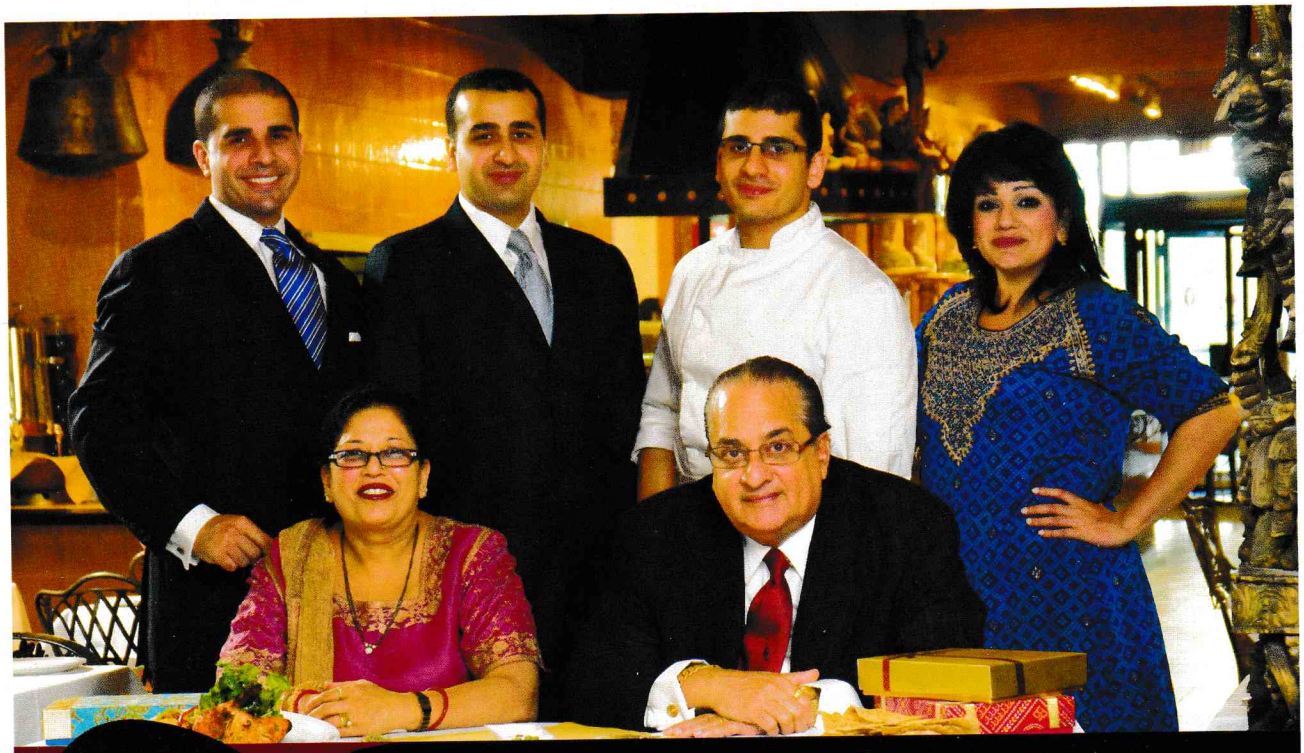

East India Company sets the Standard for Excellence

Thirty-nine years ago Mrs. Usha Mehra brought her passion for Indian cuisine to Canada. She founded the first North Indian restaurant in Winnipeg, featuring all of her own original recipes. Today, Kamal and Sudha Mehra are joined by their children at The East India Company Restaurant. Classical Indian flavours are presented with a contemporary flair amidst centuries old Indian wood carvings, paintings and intricate tapestries; The Mehras would like to invite you to experience the dynamic essence that India is known for.

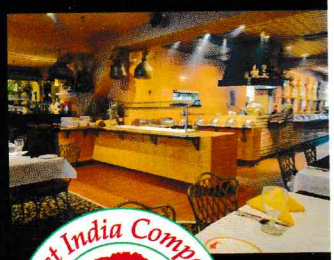

"This is the loveliest of all the curry houses in Winnipeg. One of only 81 restaurants in all of Canada with a 'Good Buy' rating". - *Anne Hardy, Where to Eat in Canada, 2008-09*

"Best Ethnic Restaurant". - *Uptown Magazine, 2009*

Winnipeg's only 20 ★ Restaurant (5 stars in each of 4 categories).- *Marion Warhaft, Winnipeg Free Press*

Wedding and special event catering available.

East India Company

PUB & EATERY

Winnipeg - 349 York Ave.
(204) 947-3097

Ottawa - 210 Somerset St. West
(613) 567-4634
www.eastindiaco.com

THINKING OF SELLING OR BUYING A PROPERTY ?

GIVE ME A CALL !
I want your Business

Specializes in Residential Real Estate.

All the private information is kept confidential.
I provide honest, friendly and professional service
Services provided in English, Hindi and Punjabi
Receive up to $1000 when you hire me as your
Seller's & Buyer's Agent

Call me or log on www.AmanRai.com
for FREE Home Evaluation !

AMAN RAI (I Win By Helping You)
Office 989-6900
Cell 770-8824

www.AmanRai.com
amanraisold@gmail.com

ROYAL LEPAGE
Helping you is what we do.